মেক্সিকোতে নির্বাচনী প্রচারণার সময় স্টেজ ভেঙে হতাহত ৫৯

সারে-জমিন

গরিবের অধিকার খর্বের ষড়যন্ত্র চলছে: অভিষেক

রূপসী বাংলা

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কী করলেন ও কেন করলেন

সম্পাদকীয়

চির বিদায় নিল নবাবি মহরমের ঘোড়া দুলদুল

সাধারণ

বেঙ্গালুরুকে বিদায় করল রাজস্থান, বাড়ল কোহলির অপেক্ষাও

খেলতে খেলতে

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

শুক্রবার
২৪ মে, ২০২৪
১১ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১
১৫ যিলকদ, ১৪৪৫ হিজরি
সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 19 ■ Issue: 140 ■ Daily APONZONE ■ 24 May 2024 ■ Friday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 6 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php

প্রথম নজর

যোগীরাজ্যে কংগ্রেস-সপার সমর্থনে তৃণমূল প্রার্থী ললিতেশ

আপনজন ডেস্ক: ভারতের কার্পেট হাব হিসেবে পরিচিত উত্তরপ্রদেশের ভাদোহি সংসদীয় এলাকা এখন আকর্ষণের কেন্দ্র বিন্দু যেখানে কংগ্রেস, সমাজবাদী পার্টি এবং তৃণমূল কংগ্রেস ঐক্যবদ্ধ লড়াই করছে বিজেপির বিরুদ্ধে। পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসের সঙ্গে জোট না হলেও ভাদোহিতে একসাথে লড়ছে কংগ্রেস-তৃণমূল। উল্লেখ্য, তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রচার ছাড়াই লড়ছেন ভাদোহির তৃণমূল প্রার্থী তথা উত্তরপ্রদেশে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী কমলাপতি ত্রিপাঠির প্রপৌত্র ললিতেশ ত্রিপাঠি। তিনি ২০২২ সালে উত্তরপ্রদেশ বিধানসভার আগে কংগ্রেস ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দেন। ২০১২ সালে মারিহান কেন্দ্র থেকে কংগ্রেসের হয়ে জিতেছিলেন ত্রিপাঠি। এবার তিনি ভাদোহি লোকসভা কেন্দ্রে লড়ছেন তৃণমূলের হয়ে যেখানে বিজেপির প্রার্থী বিনোদ বিন্দ, ও বিএসপির হরিশঙ্কর।

বিজেপির মুসলিম বিদ্বেষী বিজ্ঞাপনে অনুমতি মেটা-র

আপনজন ডেস্ক: ইন্ডিয়া সিভিল ওয়াচ আন্তর্জাতিক-এর সহযোগিতায় কর্পোরেট সংস্থা ‘একো’ দ্বারা পরিচালিত সাম্প্রতিক গবেষণা রিপোর্ট জানিয়েছে, ফেসবুক এবং ইনস্টাগ্রামের মূল সংস্থা মেটা এআই-চালিত এমন রাজনৈতিক বিজ্ঞাপনগুলিকে অনুমতি দিয়েছে যা নির্বাচনী বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে এবং ধর্মীয় সহিংসতাকে উস্কে দিচ্ছে বিশেষ করে মুসলমানদের লক্ষ্য করে। ফেসবুক এবং ইনস্টাগ্রামের মালিক মেটা ঘৃণাত্মক বক্তব্য, নির্বাচনী বিভ্রান্তি এবং সহিংসতার প্ররোচনাকারী এআই-উৎপাদিত ছবি সম্বলিত বিজ্ঞাপনগুলি শনাক্ত করতে এবং ব্লক করতে ব্যর্থ হয়েছে। ব্রিটিশ দৈনিক ‘দ্য গার্ডিয়ান’ প্রকাশিত ওই গবেষণা রিপোর্ট বলা হয়েছে যে ফেসবুক ভারতে মুসলমানদের প্রতি বিদ্বেষমূলক বিজ্ঞাপনগুলিকে অনুমোদন করেছে, যেমন ‘আসুন এই কীট পুড়িয়ে ফেলি’ এবং ‘হিন্দুর রক্ত ঝরছে, এই আক্রমণকারীদের পুড়িয়ে ফেলতে হবে’। পাশাপাশি অন্য একটি বিজ্ঞাপনে হিন্দু আধিপত্যবাদীরা রাজনৈতিক নেতাদের সম্পর্কে যে মিথ্যা দাবি জানিয়েছেন তা প্রচার করা হয়েছে। ‘একজন বিরোধী

নেতা ভারত থেকে হিন্দুদের মুছে ফেলতে এবং তাদের মৃত্যুদন্ড কার্যকর করার আহ্বান জানিয়েছেন।’ এমনও প্রচার করা হয়েছে। দ্য গার্ডিয়ানের প্রতিবেদন অনুসারে, মেটা সরাসরি লাভবান হওয়ার সাথে সাথে ভারতের লক্ষ লক্ষ ভোটারদের কাছে ঘৃণামূলক বক্তব্য এবং বিভ্রান্তি ছড়াতে মেটা বিজ্ঞাপনগুলি বিস্তার করেছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ৮ মে থেকে ১৩মে পর্যন্ত, মেটা ১৪টি অত্যন্ত প্রদাহজনক বিজ্ঞাপন অনুমোদন করেছে। এই বিজ্ঞাপনগুলি মুসলিম সংখ্যালঘুদের লক্ষ্য করে হিংসাত্মক বিদ্রোহের আহ্বান জানিয়েছে, ভারতের রাজনৈতিক ভূখণ্ডে প্রচলিত সাম্প্রদায়িক বা ধর্মীয় ষড়যন্ত্র তত্ত্বকে কাজে লাগিয়ে প্রকাশ্য বিভ্রান্তি ছড়ানো সহ হিন্দু আধিপত্যবাদী বর্ণনার মাধ্যমে সহিংসতাকে উস্কে দেওয়া হয়েছে। রিপোর্ট অনুসারে, সমস্ত বিজ্ঞাপনগুলি ‘ভারতে প্রচলিত সত্যিকারের ঘৃণামূলক বক্তব্য এবং বিভ্রান্তির উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে। বিদ্যমান ক্ষতিকারক বর্ণনাগুলিকে প্রসারিত করার জন্য সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মগুলির ব্যবহারের উপর জোর দেওয়া হয়েছে।’ বিজ্ঞাপনগুলি ভোটের মাঝপথে জমা দেওয়া হয়েছিল, যা এপ্রিলে শুরু হয়েছিল এবং পর্যায়ক্রমে ১ জুন পর্যন্ত চলবে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং তার নেতৃত্বাধীন বিজেপি সরকার তৃতীয় মেয়াদের জন্য ক্ষমতায় ফিরবে কিনা এই নির্বাচন সিদ্ধান্ত নেবে। তার এক দশকের ক্ষমতায় থাকাকালীন মোদির সরকার একটি হিন্দু-প্রধান এজেন্ডাকে এগিয়ে দিয়েছে যা মানবাধিকার গোষ্ঠী, কর্মী এবং বিরোধীরা বলেছে, এর ফলে ভারতের মুসলিম সংখ্যালঘুদের উপর নিপীড়ন ও নিপীড়ন বেড়েছে। এই নির্বাচনে, বিজেপির বিরুদ্ধে মুসলিম বিরোধী বক্তব্য ব্যবহার করার এবং ভোট সংগ্রহের জন্য হিন্দুদের উপর হামলার ভয় দেখানোর অভিযোগ করা হয়েছে।

রাজস্থানে একটি সমাবেশের সময়, মোদি মুসলমানদের ‘অনুপ্রবেশকারী’ হিসাবে উল্লেখ করেছিলেন ও বলেছিলেন তাদের ‘অধিক সন্তান আছে।’ যদিও তিনি পরে অস্বীকার করে বলেছিলেন, তার ‘অনেক মুসলিম বন্ধু’ রয়েছে। সোশ্যাল মিডিয়া সাইট এক্স-কে সম্প্রতি বিজেপির একটি প্রচারণার ভিডিও মুছে ফেলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যা মুসলিমদের দানব হিসেবে দেখানোর অভিযোগে অভিযুক্ত। রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে, ইংরেজি, হিন্দি, বাংলা, গুজরাটি এবং কন্নড় ভাষায় জমা দেওয়া ২২ টি বিজ্ঞাপনের মধ্যে, ১৪টি মেটা দ্বারা অনুমোদিত হয়েছিল, এবং আরও তিনটি ছোটখাট পরিবর্তনের পরে অনুমোদিত হয়েছিল যাতে উস্কানিমূলক কথার পরিবর্তন করেনি।

বাংলায় বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভাজনের বীজ বপন করছে বিজেপি: মমতা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: বৃহস্পতিবার পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিজেপির বিরুদ্ধে রাজ্যে সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভাজনের বীজ বপন করার অভিযোগ করেছেন।

কলকাতা উত্তরে টিএমসি প্রার্থী সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমর্থনে একটি সমাবেশে বক্তৃতা করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একটি সাম্প্রতিক বৈঠকের দিকে ইঙ্গিত করেন, যেখানে রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী শহরের মাড়োয়ারি ব্যবসায়ীদের সাথে মতবিনিময় করেছিলে এবং সেখানে তিনি বিজেপির আর্থিক ক্ষমতা তুলে ধরেন। এ নিয়ে মমতা বলেন, বিজেপি একটি ভাল অর্থপ্রাপ্ত দল, যে কোনো সম্প্রদায়ের ব্যবসায়ীদের তারা বেছে নিতে পারে নিজেদের পর্যাপ্ত সম্পদের জন্য। ব্যক্তিগত স্বাধীনতা আছে তারা কাদের সাথে মিলবেন নিজের ইচ্ছা মতো। এতে আমার কোন আপত্তি নেই। যাইহোক, আমি তাদের জিজ্ঞাসা করতে চাই। ব্যবসায়ীরা এত বছর ধরে বাংলায় কি আমরা আপনাকে সমর্থন করিনি, যখনই বাংলায়, তাদের সম্প্রদায় নির্বিশেষে প্রতিটি বাসিন্দাকে আমাদের একজন বলে মনে করা হয়?

মমতা ভাষা, ধর্ম এবং জাতিগত ভিত্তিতে বিভাজন পোষণ করার জন্য বিজেপির নিন্দা করেন ও সেই সঙ্গে লোকদের এই ধরনের কৌশলের কাছে নতি স্বীকার না করার আহ্বান জানান। মমতা বলেন, বিজেপি সর্বদা এই বাঙালি-অ-বাঙালি ভাগ করে। বাংলায় বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভাজনের বীজ বপন করছে বিজেপি। দয়া করে তাদের ফাঁদে পড়বেন না। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে “বাংলায় দুর্গাপূজা, সরস্বতী পূজার অনুমতি দেওয়া হচ্ছে না” বলে মিথ্যা ছড়ানোর অভিযোগ করে মমতা বলেন,“রাজ্যের প্রতিটি নাগরিক জানে এটি একটি নির্জলা মিথ্যা।” মমতা তাদেরকে সরস্বতী পূজা এবং জগন্নাথ পূজার মন্ত্র পাঠ করার জন্য চ্যালেঞ্জ করেন ও বাংলার সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সাথে তাদের পরিচিতি নিয়ে প্রশ্ন তোলেন।

বাংলার নীতি ও রীতিনীতি সম্পর্কে মোদির বোঝার অভাবের উপর জোর দিয়ে মমতা মোদি অমিত শাহকে বিভিন্ন বিষয়ে একটি পাবলিক বিতর্কে আমন্ত্রণ জানান। তিনি বলেন, মোদীর সাথে দশজন অফিসার এবং একজন টেলিপ্রম্পটার থাকেন সাংবাদিক সম্মেলনের সময়। অথচ মমতা মিডিয়া ও জনসাধারণের সামনে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই কথা বলেন। তাই মমতা মোদিকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বলেন সাহস থাকলে তিনি সাংবাদিক সম্মেলন এড়িয়ে গিয়ে মিডিয়ার অলিখিত প্রশ্নের সরাসরি মুখোমুখি হন।

আল-আমীন মিশন

Al-Ameen Mission 38 Years in service to the society

স্বপ্ন দেখায়, স্বপ্ন পূরণ করে

NEET-UG (Medical) 2025
আবাসিক কোচিংয়ে ভর্তি

শেষ সুযোগ

রিপিটার এবং ফ্রেশার্স ছাত্র-ছাত্রীরা আবেদন করতে পারবে

Online ফর্ম পূরণ চলছে

শেষ তারিখ
আগামী কাল
বিকেল ৫ টা পর্যন্ত

Scan QR

প্রবেশিকা পরীক্ষা
২৬ মে ২০২৪
দুপুর ১২ টা থেকে

website: www.alameenmission.org

পরীক্ষাকেন্দ্র

◆ খলতপুর, হাওড়া ◆ নায়াবাজ, হাওড়া ◆ পাঁচুড়, কলকাতা
◆ গোলাবাড়ি, উত্তর চব্বিশ পরগনা ◆ বর্ধমান টাউন ◆ সিউড়ি, বীরভূম
◆ লালবাগ, মুর্শিদাবাদ ◆ ধুলিয়ান, মুর্শিদাবাদ ◆ নারায়ণপুর, মালদা ◆ শিলিগুড়ি টাউন

কলকাতা সংলগ্ন যে-সমস্ত ক্যাম্পাসে ভর্তি নেওয়া হবে

খলতপুর ◆ উলুবেড়িয়া ◆ খলিসানি ◆ নায়াবাজ ◆ নায়াবাজ গার্লস ◆ সাঁতরাগাছি
◆ উনসানি ◆ পাইকপাড়ি ◆ নিউটাউন ◆ গোলাবাড়ি ◆ পাঁচুড় ◆ পাঁচুড় গার্লস
◆ বজবজ ◆ সূর্যপুর ◆ বারুইপুর ◆ ভাঙড়

বিগত ৩ বছরের সাফল্য নিট ইউ জি (মেডিকেল)

বছর	৬০০ নম্বর এবং তার ওপর	৫৯০ নম্বর এবং তার ওপর	৫৮০ নম্বর এবং তার ওপর	৫৬০ নম্বর এবং তার ওপর	৫৫০ নম্বর এবং তার ওপর
২০২৩	২৭৫	৩৪৯	৪২৭	৫৬৯	৬২৭
২০২২	২৩১	৩০৯	৩৭৪	৫০৫	৫৫০
২০২১	১৪০	১৮৯	২৩৫	৩৫০	৪০৮

রেজিস্টার্ড অফিস: খলতপুর, উদয়নারায়ণপুর, হাওড়া ■ সেন্ট্রাল অফিস: ডি জে ৪/৯, নিউটাউন, কলকাতা ৭০০ ১৫৬
সিটি অফিস: ৫৩বি ইলিয়ট রোড, কলকাতা ৭০০ ০১৬, ফোন: ৭৪৭৯০ ২০০৪৩/৫৫/৬৬/৭৬/৭৯

Al-Ameen Mission Study Circle

A unit of Al-Ameen Mission Trust for Competitive Exams.

ADMISSION GOING ON

Residential & Classroom Coaching for WBCS & other Graduate Level competitive exams.

■ Online & Offline form fill-up is going on (Residential facilities for muslim students only)

■ Date of Admission Test : 26 May 2024 (Resident students only)

Log on to www.alameenmission.org

Residential Campus | New Town | Baruipur | Panchur | Classroom Coaching | Park Circus

Optional Subjects: History, Geography, Sociology and Anthropology

Outstanding Performance in Last Pulished Results in WBCS 2021

Group-A (Exe) Nesar Khaled
Group-A (Exe) Ramijraja Sk
Group-B Atia Rahman
Group-B Shahroze Reza
Group-C Rajibul Sk
Group-C Najibul Sk
Group-C Samsad Ali
Group-C Sk Monjur Ahammed
Group-C Sk Masud Jaman
Group-C Zamila Hannan
Group-C B Iftekhar Alam
Space for you

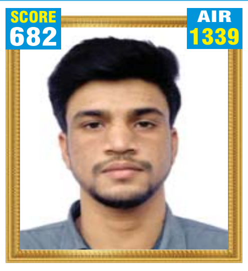

Ariful Haque

Outstanding Results in NEET (UG) 2023

All Ranks are in General Category

Marks 600 & above Within AIR 29291 275
Marks 560 & above Within AIR 56591 568
Marks 580 & above Within AIR 42057 427
Marks 550 & above Within AIR 64434 627

Somrita Bhunia

FOR DETAILS
74790 20079/ 74790 20026

Scholarship available for meritorious students belong to financially weak families.

Office: 8D Darga Road, Kolkata 700 017, West Bengal Ph.: 74790 20079

প্রথম নজর

কন্যা হওয়ায় উৎসবের আনন্দে মাতলেন বাবা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: প্রথম সন্তান কন্যা হওয়ার আনন্দে ফুল দিয়ে গাড়ি সাজিয়ে কন্যা সন্তানকে নার্সিংহোম থেকে বাড়িতে নিয়ে এলেন কন্যা সন্তানের বাবা। সমাজের এক অন্যতম নজির গড়লেন কন্যা সন্তানের বাবা ইউসুফ হাসান। উল্লেখ্য, গত ১৮ মে মুর্শিদাবাদের রঘুনাথগঞ্জ এর একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে জন্মগ্রহণ করেন রোকসা পারভিন এর কন্যা। আর এই খবর শোনার পর খুশিতে আত্মহারা হন কন্যা সন্তানের বাবা ইউসুফ হাসান। মুর্শিদাবাদের সাগরদিঘী থানার জোটকমল এলাকার বাসিন্দা তথা ঐ কন্যা সন্তানের বাবা ইউসুফ হাসান জানান তার স্বপ্ন ছিল তার একটি কন্যা সন্তান হবে এবং তিনি তাকে খুব যত্ন সহকারে বড় করবেন। তাই তিনি তার ঘরের লক্ষী নিয়ে গাড়ি সাজিয়ে বাড়িতে নিয়ে যাচ্ছেন। অপরদিকে কন্যা সন্তানের মা রুখসা পারভিন জানান, প্রত্যেক নারীর স্বামীর এমন ধারণা দরকার যে কন্যা সন্তান বোঝা নয়।

পুকুরে স্নানে নেমে মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: হাওড়ার শ্যামপুরের নস্করপুরে পুকুরে স্নান করতে নেমে তলিয়ে গেল এক তরুণী। মৃতার নাম প্রিয়াঙ্কা সাউ (২০)। বাড়ি খাড়ুবেড়িয়া জানাপাড়ায়। জানা গিয়েছে, আজ সকালে প্রিয়াঙ্কা মামার বাড়ি নস্করপুরের ঐতিহ্যবাহী বিশালাক্ষীর পূজোয় অংশ নিতে ভাইকে নিয়ে পুকুরে স্নান করতে যায়।সেখানে তলিয়ে যায় সে।তার ভাইয়ের মুখে ঘটনার কথা শুনে খোঁজখবর শুরু হয়। পুকুরে জাল দেওয়া হয়। এরপরে জাল দিয়ে প্রিয়াঙ্কাকে উদ্ধার করে উলুবেড়িয়া শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মেডিকেল কলেজে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।এই ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে।

বিজেপি নেত্রী সিরিয়া যোগ দিলেন তৃণমূলে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বসিরহাট

আপনজন: বিজেপির বসিরহাট সাংগঠনিক জেলার সাধারণ সম্পাদক সিরিয়া পারভিন বৃহস্পতিবার তৃণমূল কংগ্রেসের যোগদান করলেন। তৃণমূল ভবনে রাজ্যের মন্ত্রী শশী পাঁজার উপস্থিতিতে এই যোগদান পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। জানা গিয়েছে, সন্দেশখালি আন্দোলন চলাকালীন যেদিন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার সেখানে গিয়েছিলেন সেই সময় তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। এই মহিলা তখন সুকান্ত মজুমদারকে অসুস্থ অবস্থায় আগলে ছিলেন। এমনকি তিনি গ্রেফতার হয়েছিলেন। বিজেপির একনিষ্ঠ সেই নেত্রী বৃহস্পতিবার তৃণমূল কংগ্রেসের যোগ দেন। এই যোগদানের পর অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এক্স হ্যান্ডেলর মাধ্যমে বলা হয় যেভাবেই বিজেপি নারী বিরোধী রাজনীতি করছেন তার বিরুদ্ধে সরব হয়ে বসিরহাটের বিজেপির জেলার সাধারণ সম্পাদিকা বৃহস্পতিবার তৃণমূল কংগ্রেসের যোগ দেন। শুধু তাই নয় সন্দেশখালি ইস্যুতে যেভাবে বিজেপি ষড়যন্ত্র করেছে তা তিনি ফাঁস করেন এবং তার প্রতিবাদ জানিয়ে হাতে তুলে নেন তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় পতাকা।

সন্দেশখালিতে নারীদের আন্দোলন নিয়ে যখন লোকসভা নির্বাচনীয় আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে গোটা রাজ্যে সেই সময় বিজেপির বসিরহাটের জেলার সাধারণ সম্পাদক সিরিয়া পারভিনের পদ্ম সিবি ছেড়ে ঘাসফুল শিবিরে এই যোগদান বলে মনে হচ্ছে রাজনৈতিক মহল। বৃহস্পতিবার সিরিয়া পারভিন তৃণমূল কংগ্রেসের যোগ দিয়ে অভিযোগ করেন সন্দেশখালিতে শাহজাহানের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ এবং ধর্ষণ কান্ড নিয়ে বিজেপি বড় ষড়যন্ত্র তৈরি করেছিল। মিথ্যা ধর্ষণের মামলা করানো হয় গ্রামবাসীদের দিয়ে। এই নিয়ে বিজেপির উচ্চ নেতৃত্ব টেক্সটের মাধ্যমে মোবাইল ফোনে কি কি নির্দেশ পাঠিয়েছিল তা তিনি প্রমাণ করে দেবেন বলেও দাবি করেন। সিরিয়া পারভিন বৃহস্পতিবার সাংবাদিক সম্মেলনে দাবি করেন,
সন্দেশখালির গোটা আন্দোলন আগে থেকে সাজানো। ওপর থেকে

ওবিসি রায়ে ক্ষতি হবে মুসলিমদের: জামায়াত

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

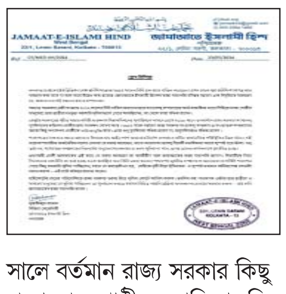
JAMAAT-E-ISLAMI HIND

আপনজন: কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ ওবিসি সংক্রান্ত ২০১২ সালের বিধি এক রায়ে বাতিল করেছেন। এখন থেকে ওই ওবিসি শংসাপত্র আর ব্যবহার করা যাবে না বলে রায়ে উল্লেখ করা হয়েছে। জামাআতে ইসলামী হিন্দের রাজ্য সভাপতি মসিহুর রহমান এক বিবৃতিতে বলেছেন যে, আদালতের এই ধরনের রায় হতাশাজনক। অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণি সংক্রান্ত ২০১২ সালের বিধি বাতিল করার মাধ্যমে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের আর্থ-সামাজিক ভাবে পিছিয়ে থাকা গোষ্ঠীর মানুষেরা, ছাত্র-ছাত্রীরা যতটুকু সরকারি সুবিধাগুলো পেয়ে আসছিলেন, তা থেকে তারা বঞ্চিত হলেন।
তিনি বলেন, কেন্দ্রীয় সরকারের গঠিত সাচার কমিটি ও রঙ্গনাথ মিশ্র কমিশনের সুপারিশকে সামনে রেখে ২০১০ সালে তৎকালীন রাজ্য সরকার সংখ্যালঘু মুসলিমদের কতিপয় গোষ্ঠীর জন্য সংরক্ষণ ঘোষণা করে। ২০১২ সালে বর্তমান রাজ্য সরকার কিছু পশ্চাদপদ গোষ্ঠীকে তালিকাভুক্তি করে। এতে শুধু মুসলিমরা বঞ্চিত হলেন না, অমুসলিমরাও বঞ্চিত হলেন।
শংসাপত্রের বৈধতার ক্ষেত্রে আদালত বিধানসভায় আইন পাশ করানোর নির্দেশ দেওয়াতে জটিল রাজনৈতিক পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটল। এই রায়ে সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দলের নেতারা যে মন্তব্য করেছেন, তাতে তাদের সংখ্যালঘু বিদ্বেষী মানসিকতা আরো সুস্পষ্ট হয়ে উঠল। শুধু তাই নয়, সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের নিম্নবর্ণের মানুষেরা সংরক্ষণের এ রকম সুবিধা না পান, তা-ও তাদের কার্যকলাপে প্রমাণিত হচ্ছে।

গরিব মানুষের অধিকার খর্ব করার ষড়যন্ত্র চলছে: অভিষেক

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মগরাহাট

আপনজন: দক্ষিণ ২৪ পরগনা মগরাহাট পূর্ব বিধানসভা কেন্দ্রে সংগ্রামপুর এলাকায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় উপস্থিতিতে বাপি হালদারের সমর্থনে সভা করেন। আর সেখান থেকেই বিজেপিকে নিশানা করেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক.অভিষেক বলেন, এজেন্সি দিয়ে শুধু তাঁকে নয়, তাঁর স্ত্রী, বাবা, মাকে হেনস্থা করেছে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার। কিন্তু তিনি মাথা নত করেননি। দিল্লি গিয়ে বাংলার দাবি আদায়ে লড়াই করেছেন। তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদকের কথায়, দেশের মধ্যে ডায়মন্ড হারবার লোকসভা উন্নয়নের নিরিখে দেশে মডেল। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এর মূল বক্তব্য ছিল তিনি যেভাবে ডায়মন্ড হারবার কে মডেল করার চেষ্টা করেছেন ভারতবর্ষের বুকে সেই ভাবে জয়নগর ,মথুরাপুর , যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্রগুলি নিজ হাতে দায়িত্ব নিয়ে মডেল হিসেবে গড়ে তুলবেন। তিনি বলেন কেন্দ্রের হাতে বারে বারে বঞ্চনার শিকার হয়ে এসেছে বাংলা আমরা দিল্লিতে বাংলার খেটে খাওয়া দিনমজুরের কথা তুলে ধরেছিলাম একটা পয়সাও দেয়নি তারা। ইডি সিবিআই লাগিয়ে আমাকে থমকে দিতে পারবে না আমরা মেরুদণ্ড বিক্রি করি না। বাপি জিতলে মথুরাপুর লোকসভার দায়িত্ব আমার।
তিনি বলেন, গরিব মানুষের অধিকার খর্ব করার ষড়যন্ত্র চলছে। আগামী সাতদিন তিনি দক্ষিণ চব্বিশ পরগনাতেই থাকবেন বলে জানান তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক।
সভার মধ্যেই বৃষ্টি এসে যায়। নিজের নিরাপত্তার বেষ্টনী সরিয়ে সভায় যাঁরা ভিজছিল তাঁদের সেই বলয়ের মধ্যে নিয়ে আসেন অভিষেক। বলেন, ভিজবেন না। এখনও সাতদিন আছে। সবাইকে সুস্থ থাকতে হবে। সভামঞ্চে রব ওঠে, অভিষেক ব্যানার্জি জিন্দাবাদ।
হেলিকপ্টারে নামার পরে মানুষ উল্লাসে মেতে ওঠে বৃষ্টি ভেজা দুপুর বেলা থেকে অপেক্ষা ছিল প্রায় লাক্ষাদিকের কাছে মানুষ । অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় স্টেজের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা বৃষ্টি ভেজা মহিলা নারী-পুরুষদের উদ্দেশ্যে স্টেজের সামনে আসার আহ্বান করেন। মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন সভাপতি শুভাশিস চক্রবর্তী, সুন্দরবন উন্নয়নমন্ত্রী বঙ্কিম হাজরা, মগরাহাট পূর্বের বিধায়িকা নমিতা সাহা ও পশ্চিমের বিধায়ক গিয়াস উদ্দিন মোল্লা, কুলপি বিধায়ক যোগরঞ্জন হালদার, মন্টু রাম পাখিরাও ছাড়াও তৃণমূলের একাধিক নেতা নেত্রী।

মানুষের কথা বলবেন এমন সাংসদ তৈরি করুন: নওশাদ

সেলি খাতুন ● হাড়োয়া

আপনজন: কৃষক, শ্রমিক, মেহনীতি মানুষের কথা বলবেন জনপ্রতিনিধিরা। আপনাদের কথা, মানুষের কথা সংসদে গিয়ে বলবে এমন এমপি বানান। উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার হড়োয়ার ৯১ বাসস্ট্যান্ডে নির্বাচনী জনসভায় এসে এমনই আহ্বান করলেন আইএসএফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকী। এদিনের বক্তব্যের শুরুতেই তিনি কেন্দ্রের বিজেপি সরকারকে নিয়ে কটাক্ষ করেন। তাঁর কথায়, মানুষজন কী খাবে? ফ্রিজে কী রাখবে? তাঁর কৈফিয়ত দিতে হচ্ছে। বিজেপির এই বিভাজনের রাজনীতি চলতে পারে না। তাই এই লোকসভা ভোট অত্যন্ত গুরুত্ব বলে তিনি মনে করিয়ে দেন। পাশাপাশি প্রাক্তন সাংসদ নুসরত জাহানকে নিয়ে সরব হলেও বাম, কংগ্রেস নিয়ে একটিও কথা খরচ করেন নি তিনি। পাশপাশি রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে নিয়ে কটাক্ষ করতে ছাড়েন নি নওশাদ। তিনি বলেন, সংসদে সিএএ, তিন তালাক নিয়ে ভোট দেয় নি এই নুসরাত জাহানরা। তাই আপনারা কাকে সাংসদ বানাবেন আপনারা ভেবে দেখুন। আপনাদের কথা, মানুষের কথা যারা বলবে তাঁদেরকে এমপি নির্বাচিত করুন বলে তিনি স্মরণ করিয়ে দেন।
অন্যদিকে, সংখ্যালঘু, আদিবাসী এলাকায় বিভিন্ন স্কুল বন্ধ করা হচ্ছে বলে মুখে কুলুপ এঁটেছেন শুভেন্দু অধিকারীরা। এই নিয়ে কেউ কোনো কথা বলছেন না বলে তিনি দুঃখ প্রকাশ করেন। বাম, কংগ্রেস, বিজেপিকে কটাক্ষ করে তিনি বলেন, সংখ্যালঘুদের মধ্যে মারামারির রাজনীতি লাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে। সংখ্যালঘুরা কারুর ভোট ব্যাংক নয়। এসব আর চলবে না। গ্রামে গ্রামে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল গড়ে তোলার কথা তিনি বলেন। এরজন্য বসিরহাট লোকসভার আইএসএফ প্রার্থী আক্তার রহমান বিশ্বাসকে সংসদে পাঠানোর আহ্বান জানান নওশাদ সিদ্দিকী। এদিন কংগ্রেস নেতা অধীর চৌধুরী, সিপিএম নেতা মুহাম্মদ সেলিমকেও নিয়ে সরাসরি সরব হন নওশাদ।

রাস্তার ধারে তালশাঁসের চাহিদা তুঙ্গে নদিয়ায়

আরবাজ মোল্লা ● নদিয়া

আপনজন: নদিয়া জেলার বিভিন্ন রাস্তা ধারে তাল একটি অত্যন্ত জনপ্রিয় ফল। ভাদ্র মাসে পাকা তালের বড়া একটি অত্যন্ত সুস্বাদু খাবার। কিন্তু এখন বাজারে কচি তালের শাঁস খুবই চোখে পড়ে। জানেন কী এই তালের শাঁসেই রয়েছে এমন কিছু পুষ্টিগুণ,যা শরীরে পক্ষে খুবই উপকারি।কবির ভাষায় ‘তালগাছ এক পায়ে দাঁড়িয়ে সব গাছ ছাড়িয়ে উঁকি মারে আকাশে।’ তালগাছ আকাশে উঁকি মেরে সূর্যের তাপ শোষণ করলেও এর কচি তালের শাঁস কিন্তু বেশ রসালো ঠান্ডা ও তৃপ্তিদায়ক।তীব্র গরমে অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছে মানুষের জনজীবন।দিনের এই তাপ থেকে একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে রসালো তালের শাঁসের জুড়ি মেলা ভার।
জেলার বিভিন্ন এলাকায় গ্রামের রাস্তার দু’পাশে কচি তালের শাঁসের পশরা নিয়ে হাজির অনেকেই।চাপড়া, কৃষ্ণনগর, বেথুয়া ডহরি,শান্তিপুর সহ ব্লকে চাপড়া বাজার সহিদুল সেখ নামে তালে শাঁস বিক্রেতা বলেন,এখন তো তাল শাঁস সময় তীব্র গরমে কদর বেড়েছে মৌসুমী রসালো ফল তালের শাঁসের।রোদের তাপমাত্রা যত বাড়ছে ততই চাহিদা বাড়ছে এই ফলের। এ তীব্র গরমে অস্থির পথচারীদের এক মুহূর্তের জন্য হলেও তৃষ্ণায় স্বস্তি এনে দিচ্ছে কচি তালের শাঁস।
তালের শাঁস শরীরের জন্য খুবই উপকারি একটি ফল। গরমের দিনে তালের শাঁসে থাকা জলীয় অংশ জল শূন্যতা দূর করে। স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা
জানান,ক্যালসিয়াম,ভিটামিন সি, এ, বিকমপ্লেক্সসহ নানা ধরনের ভিটামিন রয়েছে।তালে থাকা এন্টি অক্সিডেন্ট শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়িয়ে দেয়। কচি তালের শাঁস রক্তশূন্যতা দূর করে।চোখের দৃষ্টি শক্তি ও মুখের রুচি বাড়ায়। তবে এক সময় এ অঞ্চলের বিভিন্ন রাস্তার পাশে কিংবা বসতবাড়িতে অসংখ্য তাল গাছের দেখা মিলত। কালের বিবর্তণে দিনদিন গ্রামীন ঐতিহ্যবাহী এসব তাল গাছ বিলুপ্তির পথে যাচ্ছে। শিশু-কিশোর,যুবক-যুবতি, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা সবার কাছে তালের শাঁস প্রিয়। আবার মৌসুমি ফল বলে শখের বশেই অনেকে এটি কিনে খায়।১০ টাকায় ৩-৪ টি তালের শাঁস বিক্রয় হচ্ছে।দামেও বেশ সস্তা,তাই বাজারে এর কদরও বেশি।সব মিলিয়ে গরম বাড়ছে তাল বিক্রেতাদের মুখে ততই হাসি ফুটছে।

বারুইপুরে মেট্রোর জন্য লড়বেন সায়নী

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বারুইপুর

আপনজন: বৃহস্পতিবার সকাল থেকে বারুইপুর পৌরসভার ১২ নম্বর ওয়ার্ডের প্রত্যেকটা অলিগলি টোটো করে প্রচার সারলেন যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী সায়নী ঘোষ। সায়নীর প্রচারের সঙ্গী ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান ব্যানার্জি। ছিলেন বারুইপুর পৌরসভার উপ পৌর প্রধান গৌতম কুমার দাস ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের মৎস ও প্রাণী দপ্তরের কর্মাধ্যক্ষ জয়ন্ত ভদ্র সহ আরো অনেকে। সায়নী ঘোষ বলেন ৭৩ দিন প্রচার করছি, মানুষের বাড়িতে বাড়িতে গেছি,পায়ে হেঁটে প্রচার করেছি, মানুষের আশীর্বাদ চাইছি, খুব ভালো সাড়া পেয়েছি মানুষের সহযোগিতা ও আশীর্বাদ পাচ্ছি, মানুষের সমর্থন পেলে তবেই আগামী দিনে উন্নয়ন হবে।
বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান ব্যানার্জি বলেন বারুইপুর পর্যন্ত মেট্রো রেল এক্সটেনশন করতে হবে। এটা মুখ্যমন্ত্রীর পরিকল্পনা ছিল, সরকার পরিবর্তনের পর এটা ফলপ্রসূ হয়নি। সায়নী জিতলে আগামী দিনে বারুইপুর পর্যন্ত মেট্রো রেল এক্সটেনশন নিয়ে লোকসভায় জোরালো লড়াই করবে।

আবহাওয়া খারাপ, এগিয়ে আনা হল মুখ্যমন্ত্রীর সভা

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● মথুরাপুর

আপনজন: বঙ্গোপসাগরে ঘূর্ণিঝড় তৈরি হওয়া জনিত আবহাওয়ার প্রভাবে ইতিমধ্যেই সুন্দরবন এলাকায় পড়তে শুরু করেছে। আর তারই প্রভাবে বদল হয়ে গেল মুখ্যমন্ত্রীর নির্বাচনী জনসভার সময়সূচী। শুক্রবার সকাল ৯ টায় মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রের তৃনমূল কংগ্রেসের প্রার্থী বাপি হালদারের সমর্থনে সাগর বিধানসভার সাগর কালি গিরি মন্দির সংলগ্ন মাঠে প্রথম নির্বাচনী জনসভায় উপস্থিত থাকবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এর পরে সেখান থেকে মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রের তৃনমূল কংগ্রেসের প্রার্থী বাপি হালদারের সমর্থনে সকাল দশটায় রায়দীঘি বিধানসভার রায়দীঘি স্টেডিয়ামের মাঠে আরও একটি জনসভায় থাকবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তার পরে এদিনের তৃতীয় জনসভাটি হবে বেলা ১১ টায় জয়নগর লোকসভা কেন্দ্রের তৃনমূল কংগ্রেসের প্রার্থী প্রতিমা মন্ডলের সমর্থনে ক্যানিং পশ্চিম বিধানসভার ক্যানিং স্টেডিয়ামের মাঠে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

আজিমগঞ্জে ডেপুটেশন রেল যাত্রী সংগঠনের

সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: বিভিন্ন দাবি-দাওয়া নিয়ে আজিমগঞ্জ জংশন রেল স্টেশনের স্টেশন ম্যানেজারের কাছে ডেপুটেশন দিল একাধিক অরাজনৈতিক রেল সংগঠন। বৃহস্পতিবার আজিমগঞ্জ জংশন রেলস্টেশনের স্টেশন ম্যানেজারের মাধ্যমে পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার সহ রেলের একাধিক উচ্চ দপ্তরে ডেপুটেশনের মাধ্যমে বেশ কিছু দাবি-দাওয়া এবং প্রস্তাব পেশ করা হয়। মূলত নসিপুর আজিমগঞ্জ রেলব্রিজ দিয়ে দ্রুত যাত্রীবাহী ট্রেন চলাচল, বিভিন্ন দূরপাল্লার যাত্রীবাহী ট্রেনকে নসিপুর রেল ব্রিজের উপর দিয়ে মুর্শিদাবাদ হয়ে চালানো, নসিপুর রেল ব্রিজের নামকরণ এ.আর. খানের নামে করা সহ বিভিন্ন দাবি-দাওয়া নিয়ে মুর্শিদাবাদ রেলওয়ে প্যাসেঞ্জার অ্যাসোসিয়েশন, জিয়াগঞ্জ আজিমগঞ্জ রেল নাগরিক মঞ্চ সহ আরো অন্যান্য রেল সংগঠনের পক্ষ থেকে ডেপুটেশন প্রদান করা হয়।

মাটির সৃষ্টি প্রকল্পের কাজ পরিদর্শনে জেলাশাসক

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন: রাজনগর ব্লকের গাংমুড়ি-জয়পুর অঞ্চলের ঢাকা গ্রামে ‘মাটির সৃষ্টি প্রকল্পের’ কাজ পরিদর্শন করতে সরজমিনে উপস্থিত হন বীরভূম জেলাশাসক শশাঙ্ক শেঠী।
রাজনগর ব্লক কৃষি দপ্তরের তরফে ‘মাটির সৃষ্টি প্রকল্পে’ বিভিন্ন কর্মসূচি শুরু হয়েছে স্থানীয় ব্লকের বিভিন্ন গ্রামে।
গ্রামীণ অর্থনীতিকে স্বনির্ভর করার লক্ষ্যে বর্তমান রাজ্য সরকারের এক বিপ্লবিক কর্মসূচি হচ্ছে “মাটির সৃষ্টি প্রকল্প”।রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ২০২০ সালে নবান্ন থেকে এই প্রকল্পের ঘোষণা করেন। মুখ্যমন্ত্রীর মতে পরিবেশ বান্ধব এই প্রকল্পের মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থনীতি মজবুত হবে।
সেই লক্ষ্যেই রাজনগর ব্লকেও মাটির সৃষ্টি প্রকল্পে কাজ শুরু হয়েছে।সেইরূপ কর্মসূচি রাজনগরের ঢাকা গ্রামেও চলছে।উক্ত প্রকল্পের অধীনে এলাকায় সেচের জন্য পুকুর খনন, বাদাম, অড়হড়, বরবটি, ভুট্টা চাষ, সহ পশু-প্রাণী পালন, সহ বিভিন্ন কর্মসূচি চলছে। স্বনির্ভর দলের মহিলারা এই কাজে নিযুক্ত রয়েছেন এবং তাঁরা আর্থিক দিক থেকে স্বনির্ভর হচ্ছেন এই প্রকল্পের মাধ্যমে। জেলাশাসক শশাঙ্ক শেঠি বৃহস্পতিবার ঢাকা গ্রামে গিয়ে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর দলের মহিলাদের সাথে কথা বলে এখানকার কাজ কর্মের বিষয়ে খোঁজখবর নেন।পরিদর্শনে
জেলাশাসক শশাঙ্ক শেঠী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা শাসক (উন্নয়ন) বিশ্বজিত মোদক, ডেপুটি ডিরেক্টর অফ এগ্রিকালচার শিবনাথ ঘোষ, রাজনগর ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক শুভাশিস চক্রবর্তী, রাজনগর ব্লক সহ কৃষি অধিকর্তা অভিজিৎ মন্ডল প্রমূখ ।

সম্প্রীতির আবহে হাজি নুরুলকে জেতানোর ডাক

মনিরুজ্জামান ● বারাসত

আপনজন: উন্নত,ঐক্যবদ্ধ, ধর্মনিরপেক্ষ এবং প্রগতিশীল ভারত গড়ার লক্ষ্যে ১ জুন সপ্তম তথা শেষ দফার লোকসভা নির্বাচনে বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্রে সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী হাজি সেখ নুরুল ইসলামের সমর্থনে শাসনের তেহাটাতে পথসভা শেষপর্যন্ত জনসভায় রূপান্তরিত বৃহস্পতিবার শাসনের তেহাটার এই পথসভা থেকে শান্তি সম্প্রীতি উন্নয়নের ধারা অক্ষুন্ন রাখতে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী হাজি সেখ নুরুল ইসলামকে বিপুল ভোটে জয়ী করার বার্তা রাখেন। সম্প্রীতি আবহে হাজি নুরুল জিতুক এই আহ্বান জানানো হয়।
এদিনের এই সভায় বক্তব্য রাখেন জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ একেএম ফারহাদ, ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি শম্ভুনাথ ঘোষ, মনোয়ারা বিবি, ইফতেখারউদ্দিন, তপন মুখার্জি,রেজাউল করিম, জিয়াউল ইসলাম,রঞ্জিত মন্ডল, মৌসুমী ঘোষ, সহিদুল প্রমুখ।

কোটি টাকা ব্যয়ে তৈরি মিনি হিমঘর দীর্ঘ ১৫ বছর ধরে তালা বন্ধ অবস্থায়

তানজিমা পারভিন ● হরিশ্চন্দ্রপুর

আপনজন: কোটি টাকা ব্যয়ে তৈরি কোল্ড চেইন(মিনি হিমঘর)দীর্ঘ ১৫ বছর ধরে তালা বন্ধ অবস্থায় পড়ে রয়েছে।হিমঘরের ঘরের চারিপাশ জঙ্গলাকৃত হয়ে পড়ে আছে।এমনকি হিমঘর চালানোর জন্য যে সমস্ত মেশিন বসানো হয়েছে সেগুলো অযত্নে ও অবহেলায় পড়ে থাকার কারণে নষ্ট হতে বসেছে।বড় বড় আগাছায় ঢেকে গিয়েছে মেসিন।তবুও হিমঘর চালু করার উদ্যোগ নেই সরকারের।এই নিয়ে চাষি ও ব্যবসায়ীদের মধ্যে শুরু হয়ে ক্ষোভ।মালদা জেলা রেগুলেটেড মার্কেট কমিটি পরিচালিত পশ্চিমবঙ্গ মার্কেটিং বোর্ডের পক্ষ থেকে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার বীরেন্দ্র কুমার মৈত্র উপ-বাজার চত্বর তুলসীহাটা তে ২০১০ সালে এই হিম ঘরটি তৈরি করা হয়েছিল।যাতে স্থানীয় কৃষকরা সব্জি ও ফল চাষ করে তা প্রয়োজনে সংরক্ষণ করতে পারেন।সেইসময় এলাকার চাষিররা আশায় বুক বেঁধেছিলেন।তারপর দীর্ঘ ১৫ বছর কেটে গেলেও এখনো পর্যন্ত সেই হিমঘর আর চালু হয় নি।জেলা নিয়ন্ত্রিত বাজার সমিতির সেক্রেটারী অসিত বর বলেন,’হিমঘর টির মেকানিক্যাল পার্টটি এখনো পর্যন্ত পরিপূর্ণভাবে সেট আপ করা সম্ভব হয়নি তাই বন্ধ রয়েছে।বিষয়টি আমাদের নজরে আছ।
খুব শীঘ্রই এই বিষয়টি নিয়ে বোর্ড মিটিংয়ে আলোচনা করে কীভাবে চালু করা যায় তা নিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।বছর দুয়েক আগে থার্ড পার্টি কে লিজে দিয়ে মালদহের ইংলিশ বাজারে একটি মিনি হিমঘর চালু করা হয়েছে। সেইভাবেই বিষয়টি ভাবা হবে।
‘হরিশ্চন্দ্রপুর এলাকার এক চাষি তাজুল ইসলাম বলেন,’আমরা সারাবছর মাঠে কাঁচা শাকসবজি চাষ করে থাকি।আমাদের এলাকায় কোনো হিমঘর না থাকার কারণে মাঠের মধ্যেই সস্তা দামে ব্যবসায়ীদের কাছে শাক সব্জি বিক্রি করে দিতে হয়।
রাজ্য সরকার এই হিমঘরটি চালু করার উদ্যোগ নিলে অনেক চাষি উপকৃত হবে।’এলাকার সবজি আড়তদার অসিত দাস,চিন্টু সাহা,সিতা রাম ও তুফান আলিরা বলেন,’আমরা চাষিদের কাছ থেকে হাজার হাজার কুইন্টাল কাঁচা শাকসবজি কিনে থাকি।সময়ের মধ্যে বিক্রি করতে না পারলে হাজার হাজার টাকার সব্জি পচে নষ্ট হয়ে যায়। তবে হিমঘরটি চালু হলে কাঁচা শাক সব্জি সংরক্ষণ করে রাখতে পারব।তাই আমাদের দাবি হিম ঘরটি শিঘ্রই চালু করা হোক।’

প্রথম নজর

গাজার মসজিদে ইসরায়েলের হামলা, শিশুসহ নিহত ১৬

আপনজন ডেস্ক: গাজার একটি মসজিদে হামলা চালিয়েছে ইসরায়েল। এতে ১০ শিশুসহ ১৬ ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। এ হামলায় আহত হয়েছেন আরো অনেকে। ইসরায়েলি হামলা থেকে বাঁচতে এসব শিশুসহ অনেক নারীও ওই মসজিদে আশ্রয় নিয়েছিলেন।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, নিহতদের অধিকাংশই ছিলেন বাস্তুচ্যুত নারী ও শিশু। ইসরায়েলি হামলা থেকে বাঁচতে তারা মসজিদে আশ্রয় নিয়েছিলেন। এছাড়া এই মসজিদে পবিত্র কোরআন শিক্ষার একটি স্কুলও রয়েছে। এ ছাড়া দারাজের আশপাশের আল-সাহাবা স্ট্রিটের মসজিদ এবং আশপাশের ভবনগুলোও ইসরায়েলি হামলার মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।
সংবাদমাধ্যম আল জাজিরা জানায়, গাজায় রাতভর হামলা চালিয়েছে ইসরায়েল। এরই একপর্যায়ে উত্তর গাজা শহরের ফাতিমা আল-জাহরা মসজিদে হামলা চালায় ইসরায়েল। হামলার পরপরই তাৎক্ষণিকভাবে নিহতের সংখ্যা ১০ জন বলে জানানো হলেও পরে তা বেড়ে ১৬ জনে পৌঁছায়।
সংবাদমাধ্যম ওয়াফা নিউজ এজেন্সি জানিয়েছে, মধ্য গাজার নুসেইরাত শরণার্থী শিবিরের একটি বাড়িতে ইসরায়েলি সামরিক বাহিনীর বোমা হামলায় অন্তত আটজন নিহত হয়েছেন। নিহতদের মধ্যে বেশিরভাগই নারী ও শিশু।
ফিলিস্তিনি এই বার্তাসংস্থা আরও জানিয়েছে, গাজা শহরের জেইতুন এলাকায় একদল লোকের ওপর ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর ড্রোন হামলায় অন্তত সাতজন নিহত এবং আরো ২০ জনেরও বেশি আহত হয়েছেন।
মূলত জেইতুন এলাকায় মানুষ একটি গ্যাস স্টেশনের সামনে জড়ো হয়েছিল এরপরই তাদের ওপর ড্রোন হামলা চালায় ইসরায়েলি বাহিনী। নিহতদের মধ্যে শিশুও রয়েছে বলে জানানো হয়েছে।

এবার পশ্চিম তীরে দূতাবাস চালুর ঘোষণা দিল কলম্বিয়া

আপনজন ডেস্ক: এবার পশ্চিম তীরের রামাল্লায় দূতাবাস চালু করার ঘোষণা দিয়েছে লাতিন আমেরিকার দেশ কলম্বিয়া। বুধবার কলোম্বিয়া প্রেসিডেন্ট গুস্তাভো পেত্রো দেশটির পররাষ্ট্রমন্ত্রী লুইস গিলবেরতো মুরিলোকে ফিলিস্তিনে ওই দূতাবাস খোলার নির্দেশ দেন।
কলোম্বিয়া প্রেসিডেন্ট গুস্তাভো পেত্রো বলেন, রামাল্লায় আমাদের দূতাবাস নির্মাণ হবে ফিলিস্তিনের প্রতি সহমর্মিতা প্রকাশের দ্বিতীয় পদক্ষেপ। প্রথম পদক্ষেপ ছিল, ফিলিস্তিনিদের ওপর গণহত্যা চালানোর প্রতিবাদে গত ২ মে ইসরায়েল থেকে কলোম্বিয়ার সব কূটনীতিককে প্রত্যাহার করে ইহুদিবাদী দেশটির সঙ্গে সব ধরনের সম্পর্ক ছিন্ন করা।
প্রেসিডেন্ট গুস্তাভো পেত্রো গত বছরের ২০ অক্টোবর ইসরায়েলের রাষ্ট্রদূত গালি ডাগান ও ফিলিস্তিনের রাষ্ট্রদূত রউফ আল-মালকির সঙ্গে পৃথক বৈঠকে প্রথম রামাল্লায় দূতাবাস করার কথা জানান। জাতিসংঘে ফিলিস্তিনকে পূর্ণ সদস্যপদ দেয়াও আহ্বান জানান কলোম্বিয়ার প্রেসিডেন্ট।
রামাল্লায় কলোম্বিয়ার দূতাবাস চালু খবর এমন দিলে দেশটির প্রেসিডেন্ট, যেদিন (বুধবার) ইউরোপের ৩ দেশ স্পেন, নরওয়ে ও আয়ারল্যান্ড যৌথভাবে ঘোষণা দিয়েছে ফিলিস্তিনকে স্বাধীন রাষ্ট্রের স্বীকৃতি দেয়ার। আগামী ২৮ মে দেশ ৩টি আনুষ্ঠানিকভাবে ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতি দেবে বলে বুধবার এক যৌথ সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়েছে। এর আগে ২০১৮ সালের ৩ আগস্ট জোয়ান ম্যানুয়েল সান্তোসের কলোম্বিয়ার সরকার ফিলিস্তিনিকে স্বাধীন রাষ্ট্রে স্বীকৃতি দেয়। কলোম্বিয়ার বর্তমান প্রেসিডেন্ট গুস্তাভো পেত্রো বলেন, আমার দৃঢ় বিশ্বাস আরো অনেক দেশই এখন নির্যাতিত ফিলিস্তিনিদের পাশে দাঁড়াবে। এক সময় বর্বর ইসরায়েল সরকার দেখবে- তাদের পাশে আর কেউ নেই।

মেক্সিকোতে নির্বাচনী প্রচারণার সময় স্টেজ ভেঙে হতাহত ৫৯

আপনজন ডেস্ক: মেক্সিকোতে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রচারণার সময় একটি স্টেজ ভেঙে পড়ার ঘটনায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৯ জনে দাঁড়িয়েছে। এর মধ্যে এক শিশুও রয়েছে। এছাড়া আহত হয়েছে আরো ৫০ জন। এদের মধ্যে বেশ কয়েকজনের অবস্থা গুরুতর।
কেন্দ্রীয়-বামপন্থি প্রেসিডেন্ট প্রার্থী জর্জ আলভারেজ মায়েনেজ মন্টেরির কাছে সান পেদ্রো গারজা গার্সিয়া শহরে বক্তৃতা দেওয়ার সময় এই ঘটনাটি ঘটে। অবশ্য মায়েনেজ এই ঘটনায় অক্ষত আছেন এবং ঘটনার পরে সমর্থকদের সাথে তাকে কথাও বলতে দেখা গেছে।
তিনি বলেন, তার দলের বেশ কয়েকজন সদস্য আহত হয়েছেন। আকস্মিক দমকা হাওয়ার কারণে ধসের এই ঘটনাটি ঘটেছে বলে মায়েনেজ সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এক্সে দেওয়া এক পোস্টে বলেছেন। সামাজিক মাধ্যমে এক পোস্টে গভর্নর গার্সিয়া লিখেছেন, এই দুর্ঘটনায় এখন পর্যন্ত নিহতের সংখ্যা ৯ জনে দাঁড়িয়েছে। এর মধ্যে আটজন প্রাপ্তবয়স্ক এবং একটি শিশুও রয়েছে। সান পেদ্রো গার্জা গারসিয়া শহরে ঘটনাস্থল থেকে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এই ঘটনাকে একটি বড় ধরনের ট্র্যাজেডি বলে উল্লেখ করেছেন।
দেশটির বর্তমান প্রেসিডেন্ট আন্দ্রেজ ম্যানুয়েল লোপেজ ওব্রাদর এই দুর্ঘটনার খবর নিশ্চিত করেছেন। মনটেরেইয়ের কাছে সান পেদ্রো গারজা গারসিয়া শহরের কাছে নির্বাচনী প্রচারণার সময় ভাষণ দিচ্ছিলেন কেন্দ্রীয়-বামপন্থি প্রেসিডেন্ট প্রার্থী জর্জ আলভারেজ মেইনেজ। সে সময়ই স্টেজ ভেঙে পড়ে। হঠাৎ করেই ঝোড়ো বাতাসের কারণে স্টিজ ভেঙে পড়ে বলে সামাজিক মাধ্যমে এক পোস্টে জানিয়েছেন মেইনেজ। ভেঙে পড়ার সময় অনেকেই স্টেজের ওপর অবস্থান করছিলেন। ইতোমধ্যেই সামাজিক মাধ্যমে ওই ঘটনার বেশ কিছু ভিডিও ফুটেজ ছড়িয়ে পড়েছে। এতে দেখা গেছে, সমর্থকদের উদ্দেশে হাত নাড়ছেন মেইনেজ। এরপরেই দৌঁড়ে তাকে সেখান থেকে সরে যেতে দেখা যায়।

পুতিনের সঙ্গে বৈঠক করলেন কাদিরভ, নানা প্রস্তাব দিলেন

আপনজন ডেস্ক: রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে বৈঠক করেছেন তার ঘনিষ্ঠ মিত্র চেচনিয়া অঞ্চলের নেতা রমজান কাদিরভ। বৃহস্পতিবার (২৩ মে) এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে বার্তা সংস্থা রয়টার্স।
কাদিরভ বলেছেন, বৈঠকে ইউক্রেনে দুই বছরেরও বেশি সময় ধরে চলমান সংঘাত নিয়ে কথা বলেছেন তারা। এসময় যুদ্ধে রাশিয়াকে সহায়তা করার জন্য আরো যোদ্ধা পাঠানোর প্রস্তাব দিয়েছেন তিনি।
২০০৭ সাল থেকে ক্রেমলিনের অনুগত হিসেবে দক্ষিণ ককেশাস অঞ্চলের নেতৃত্বে রয়েছেন কাদিরভ। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পুতিনের সঙ্গে নিজের একটি ছবি পোস্ট করেছেন তিনি। ছবির সঙ্গে এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক সমস্যা এবং সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করার কথা জানিয়েছেন। একইসঙ্গে রুশ প্রেসিডেন্টকে সফরের আমন্ত্রণও জানিয়েছেন কাদিরভ।
তিনি বলেন, ইউক্রেনে রাশিয়ার হয়ে যুদ্ধ করতে হাজার হাজার 'সুপ্রশিক্ষিত ও সজ্জিত যোদ্ধা' প্রস্তুত ছিল। এমন কোনও নির্দেশ দেওয়া হলেই তাদের যুদ্ধের ময়দানে মোতায়েন করা হতো। ইতোমধ্যেই ১৮ হাজার স্বেচ্ছাসেবকসহ মোট ৪৩ হাজার ৫০০ সেনা ইউক্রেনে কাজ করেছে বলেও জানিয়েছেন তিনি।
ওই পোস্টে কাদিরভ লিখেছেন, জনগণের পক্ষ থেকে আমি শুভেচ্ছা জানিয়েছি এবং আমাদের জাতীয় নেতাকে চেচেন প্রজাতন্ত্রে আসার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছি।'
নিজের অসুস্থতার কথা বারবার অস্বীকার করেছেন কাদিরভ। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তার ব্যায়াম এবং মিটিং পরিচালনা করার ছবি পোস্ট করেছেন তিনি।
১৯৯১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর রাশিয়ার সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে দুটি যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিল চেচেন বিচ্ছিন্নতাবাদীরা। এই যুদ্ধে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি ও হতাহতের ঘটনা ঘটে। পুতিন কাদিরভকে প্রধানত মুসলিম অঞ্চল পরিচালনা করার ব্যাপক সুযোগ দিয়েছেন। কেননা, বিনিময়ে তিনি ওই অঞ্চলকে স্থিতিশীল ও অনুগত রাখতে চেয়েছিলেন। আর কাদিরভ সেই গুরু দায়িত্ব সঠিকভাবেই পালন করে যাচ্ছেন।

আমরা ইসরায়েলের ধ্বংস একসঙ্গেই দেখব, খামেনিকে হানিয়া

আপনজন ডেস্ক: ইরানের প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম রাইসির মৃত্যুর পর দেশটি সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আয়াতুল্লাহ আলি খামেনির সঙ্গে দেখা করেছেন ফিলিস্তিনি স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাসের প্রধান ইসমাইল হানিয়া। বুধবার প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম রইসির জানাজা শেষে ইরানের সর্বোচ্চ নেতার কার্যালয়ে আয়োজিত হয় এই বৈঠক। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন ফিলিস্তিনি স্বাধীনতাকামী সংগঠনটির অন্য নেতারাও। নিহত প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম রাইসির জানাজায় অংশ নিতে হামাসের প্রতিনিধি হিসেবে তেহরানে এসেছেন তারা। বৈঠকে খামেনি হামাসপ্রধানকে বলেছেন, ইহুদিদের ধ্বংস করার বেহেশতি অঙ্গীকার একদিন পূরণ হবে এবং আমরা সেই দিনটি দেখব, যেদিন নদী থেকে সমুদ্র পর্যন্ত জেগে উঠবে ফিলিস্তিন। জবাবে হামাস প্রধান বলেন, ইনশাআল্লাহ আমরা একসঙ্গেই সেই দিনটি দেখব।
হামাসপ্রধান ইরানের সদ্যপ্রয়াত প্রেসিডেন্টের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেন এবং ফিলিস্তিনের পক্ষ থেকে ইরানের সর্বোচ্চ নেতাকে সান্ত্বনা জানান। প্রসঙ্গত, বৈঠকের আগে হামাস প্রধান ইসমাইল হানিয়া ও লেবাননের সশস্ত্র সংগঠন হিজবুল্লাহর উপনেতা নাঈম কাশেম ও ইয়েমেনের হুথি বিদ্রোহীদের প্রতিনিধিরা প্রয়াত প্রেসিডেন্টের জানাজায় অংশ নেন।
উপস্থিত জনতার উদ্দেশে হামাসপ্রধান বলেন, আমি ফিলিস্তিনি জনগণের পক্ষ নিয়ে, গাজায় ইসরায়েলি আগ্রাসনের বিরোধিতাকারীদের প্রতিনিধি হিসেবে শোক প্রকাশের জন্য এখানে উপস্থিত হয়েছি। আমি নিশ্চিত ইরান ফিলিস্তিনি জনগণের প্রতি সমর্থন অব্যাহত রাখবে।

দুর্নীতির অভিযোগে রাশিয়ার জেনারেল গ্রেপ্তার

আপনজন ডেস্ক: দুর্নীতির অভিযোগে রাশিয়ার একজন জেনারেলকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তার নাম লেফটেন্যান্ট জেনারেল ভাদিম শামারিন। তিনি রুশ সেনাবাহিনীর জেনারেল স্টাফ বিভাগের উপপ্রধান। এ নিয়ে এক মাসের মধ্যে চারজন উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মকর্তাকে গ্রেপ্তার করল রুশ কর্তৃপক্ষ। লেফটেন্যান্ট জেনারেল ভাদিম শামারিন এর আগে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রধান যোগাযোগ অধিদপ্তারের প্রধান ছিলেন। গণমাধ্যমের প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে, একটি সামরিক আদালত বুধবার শামারিনকে গ্রেপ্তারের আদেশ দেয়। সাজা অনুসারে তাকে দুই মাস কারাগারে থাকতে হবে। লাভজনক সামরিক চুক্তিতে দুর্নীতি বন্ধ করার প্রয়াসের অংশ হিসেবে অন্যান্য শীর্ষ প্রতিরক্ষা কর্মকর্তাদের গ্রেপ্তারের পর শামারিনকেও গ্রেপ্তার করা হল।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতি দিতে নেতানিয়াহুকে অনুরোধ বিরোধী দলীয় নেতার

আপনজন ডেস্ক: ইসরায়েলের বিরোধীদলীয় নেতা ইয়ার লাপিড ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতি দেওয়ার দাবি তুলেছেন। তিনি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুকে এ ব্যাপারে নির্দিষ্ট কিছু 'শর্তের অধীনে' পদক্ষেপ নিতে তাগিদ দেন।
বুধবার (২২ মে) ইউরোপের তিন দেশ নরওয়ে, আয়ারল্যান্ড, স্পেন ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতি দেওয়ার ঘোষণার প্রতিক্রিয়ায় তিনি এ দাবি করেন।
বুধবার তিনি বলেন, নেতানিয়াহুর ঘোষণা করা উচিত যে, কিছু শর্ত এবং নির্দিষ্ট গ্যারান্টির অধীনে তিনি ফিলিস্তিনকে রাষ্ট্র হিসেবে গ্রহণ করতে ইচ্ছুক। (শর্তের একটি হচ্ছে) নতুন সেই রাষ্ট্র সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে যোগদান করবে। তবে লাপিড শর্তাবলি বা গ্যারান্টি বা প্রস্তাবিত ফিলিস্তিন রাষ্ট্র থেকে সহযোগিতার প্রকৃতি সম্পর্কে সংবাদ সম্মেলনে বিস্তারিত বলতে চাননি।
এ সময় তিনি আরো জানান, ফিলিস্তিনকে রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দিতে নেতানিয়াহুকে বাধা দিচ্ছেন জাতীয় নিরাপত্তামন্ত্রী বেন গভির। উগ্রপন্থি এ মন্ত্রী সরকারকে তা করতে দিচ্ছেন না।
লাপিড বলেন, এই সরকারকে দিয়ে সমস্যা সমাধান হবে না। আমাদের নেতানিয়াহু সরকারকে বাড়িতে পাঠাতে হবে এবং একটি কার্যকরী সরকার গঠন করতে হবে। সংবাদমাধ্যম আনাদোলু এজেন্সি জানিয়েছে, ২০২২ সাল থেকে বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর নেতৃত্বে ইসরায়েলে অতি-কট্টরপন্থি জোট সরকার ক্ষমতায় রয়েছে। উগ্র ডানপন্থি এই সরকার স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ধারণার তীব্র বিরোধিতা করে থাকে।

মুর্শিদাবাদ জেলায় প্রথম এল ফ্রেঞ্চ ডোর 'LG MoodUp' রেফ্রিজারেটর

মুর্শিদাবাদ: মুর্শিদাবাদ জেলায় ফ্রেঞ্চ ডোর LG MoodUp রেফ্রিজারেটর কিনেছেন মধুপুর বিষ্ণুপুর এলাকার সৌমেন কুন্ডু নামের এক গ্রাহক।
বুধবার দুপুরে গ্রাহকের বাড়িতে গিয়ে শুভেচ্ছা জানালেন LG কোম্পানির আধিকারিকরা।
উপস্থিত ছিলেন ব্রাঞ্চ ম্যানেজার বিকাশ সিং সহ অন্যান্য কর্মকর্তারা। এদিন পুষ্পস্তবক দিয়ে,কেক কেটে গ্রাহককে শুভেচ্ছা জানানো হয়।
উল্লেখ্য, LG কোম্পানি এক মাস আগে নতুন ভার্সনের রেফ্রিজারেটর লঞ্চ করেছে। সেই রেফ্রিজারেটরে ১ লক্ষ ৭২ হাজার কালার চেঞ্জ করা সম্ভব, wifi দিয়ে মোবাইলের মাধ্যমে কন্ট্রোল করা যায়। পাশাপাশি অডিও সিস্টেম সহ বেশকিছু আধুনিক সুযোগ সুবিধা রয়েছে। ৬১৭ লিটারের রেফ্রিজারেটর এটি। এখানে বিভিন্ন তাপমাত্রায় খাদ্যসামগ্রী রাখা সম্ভব। যার দাম শুরু হচ্ছে ৪ লক্ষ ৪৪ হাজার টাকা। এই নতুন মডেলের রেফ্রিজারেটর কিনে খুশি সৌমেন কুন্ডু।
এটি কিনতে চাইলে পাবেন- SJ ইলেকট্রনিক্স,বহরমপুর, মধুপুর, বিষ্ণুপুর, মুর্শিদাবাদ। মোঃ ৯৪৩৪০০১১২৫।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৩.২২ মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৬.১৮ মি.

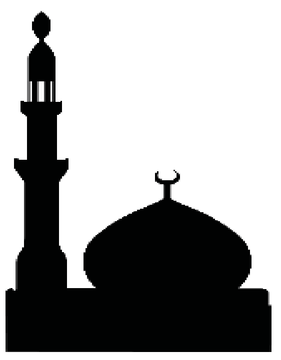

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৩.২২	৪.৫৩
যোহর	১১.৩৮	
আসর	৪.১০	
মাগরিব	৬.১৮	
এশা	৭.৩৭	
তাহাজ্জুদ	১০.৫১	

যুক্তরাষ্ট্রে বন্দুকধারীর গুলিতে নিহত ২

আপনজন ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের পেনসিলভেনিয়ার চেস্টারে বন্দুকধারীর গুলিতে দুইজন নিহত হয়েছেন। এ সময় আহত হয়েছেন আরো তিনজন। স্থানীয় সময় বুধবার সকালে গোলাগুলির এ ঘটনা ঘটে। ডেলাওয়্যার কাউন্টি ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি জ্যাক স্টলস্টেইমার জানান, ডেলাওয়্যার কাউন্টির একটি লিনেন কোম্পানিতে এ গোলাগুলির ঘটনা ঘটে। সন্দেহভাজন বন্দুকধারী ওই কোম্পানির একজন বর্তমান কর্মচারী। হঠাৎই তিনি আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে কর্মস্থলে আসেন এবং সহকর্মীদের ওপর হামলা চালান।

আফগানিস্তানে সেনা অভিযানে ৩০ সন্ত্রাসী নিহত

আপনজন ডেস্ক: গত ৩০ দিনে দেশের বিভিন্ন স্থানে অভিযান পরিচালনা করে অন্তত ৩০ জন আফগান সন্ত্রাসীকে হত্যার দাবি করেছে পাকিস্তানের সেনাবাহিনী। সোমবার পাকিস্তান সেনাবাহিনীর আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ দফতর (আইএসপিআর) এক বিবৃতিতে এ দাবি করেছে।
চলমান সন্ত্রাসবিরোধী অভিযানের বিস্তারিত বিবরণ দিতে গিয়ে বিবৃতিতে পাকিস্তানের আইএসপিআর বলেছে, সামরিক বাহিনী খাইবার পাখতুনখোয়া ও বেলুচিস্তান সীমান্ত প্রদেশের কিছু অংশের ওপর নজর রাখছে।

কুরবানীর ব্যবস্থা

আলহামদুলিল্লাহ গত উনিশ থেকে মাদ্রাসায় কুরবানীর খিদমত-এর ব্যবস্থা করিয়া থাকে। এ বছরেও কুরবানীর ব্যবস্থা করা হইয়াছে। যে সমস্ত ভাইয়েরা অসুবিধার কারণে কুরবানী করিতে পারবেন না, তাহারা আমাদের মাদ্রাসায় কুরবানী করিতে পারবেন।
১) একভাগ ২,০০০/- (দুই হাজার) টাকা, পুরো ১৪,০০০/-
২) একভাগ ৩,০০০/- (তিন হাজার) টাকা
পুরো কুরবানী ২১,০০০/- (একুশ হাজার) টাকা।

কুরবানীর পরে কুরবানীর মাংস গরিব মানুষদের মধ্যে বিতরণ করা হয় ও মাদ্রাসার ছাত্রদের দেওয়া হয়।

টাকা পাঠাতে হবে নিম্নোক্ত ব্যাক অ্যাকাউন্টে

DARUL ULOOM TAJWEDUL QURAN
SBI AC No. 31095623661, IFSC: SBIN0001451

সভাপতি: মুফতি লিয়াকাত সাহেব ও হাজী ইউসুফ মোল্লা
সম্পাদক: মাওলানা ইমাম হোসেন মাযাহেরী, হাজী আব্দুল্লাহ সাহেব।
ফোন নং- 9830401057

দারুল উলুম তাজবিদুল কুরআন
পোস্ট- চৌহাটি, থানা- সোনারপুর, কলকাতা-১৪৯

আপনজন
ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর
১৯ বর্ষ, ১৪০ সংখ্যা, ১১ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১, ১৫ যিলকদ, ১৪৪৫ হিজিরি

আজিব নির্বাচনি ব্যবস্থা!

তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে নির্বাচন লইয়া কেলেঙ্কারির অভাব নাই। জাতীয় বা স্থানীয় যেই নির্বাচন হউক না কেন, এমন সকল কাণ্ডকারখানা ঘটে, যাহা দেখিয়া আক্কেলগুড়ুম হইয়া যাইতে হয়। বিশেষ করিয়া, ভারতীয় উপমহাদেশে নির্বাচনি সংস্কৃতি বলিবার মতো নহে। আবার এই অঞ্চলের এমন সকল জনপদ রহিয়াছে, যেইখানে নির্বাচনকে কেন্দ্র করিয়া ছয় মাস এমনকি এক বত্সর পূর্ব হইতেই যেই সকল কীর্তিকলাপ ঘটে তাহা দেখিয়া তাজ্জব বনিয়া যাইতে হয়। বিরোধী দল এমনকি নিজ দলের সমর্থক প্রতিপক্ষ কেহ প্রার্থী হইতে চাহিলে তাহার ও তাহার অনুসারীদের বিরুদ্ধে মামলা-মোকদ্দমাদিয়া নির্বাচনি মাঠ হইতেই তাহাদের মাইনাস করিবার চেষ্টা চলে। মামলা-হামলার মাধ্যমে এমন পরিস্থিতি তৈরি করা হয় যে, তাহারা নিজ বাড়ি ও এলাকায় থাকিতে পারেন না। কেহ যদি সৌভাগ্যক্রমে মনোনয়নপত্র দাখিল করেন, তাহা হইলে প্রচার-প্রচারণাকালে তাহার নির্বাচনি ক্যাম্প, ব্যবসায়-বাণিজ্যকেন্দ্র এমনকি বাড়িঘর পর্যন্ত ভাঙচুর করা হয়। তাহার পরও যদি কেহ টিকিয়া যান, তাহা হইলে নির্বাচনের দিন চলে আসল লড়াই। হাতাহাতি, মারামারি এমনকি খুনাখুনিও হইয়া থাকে। ইহাতে নারী প্রার্থী কিংবা সমর্থকরাও কম যান না। টিভির সম্মুখে নির্বাচনের লাইভ প্রোগ্রাম দেখিতে বসিলে নাটক-সিনেমা দেখিবার আর খায়েশ বা ইচ্ছা কোনোটাই থাকিবে না। কেননা উন্নয়নশীল বিশ্বে নির্বাচনটাই হইল বড় নাটক।

নির্বাচনকে কেন্দ্র করিয়া এই সকল দেশে পেশিশক্তি ও অস্ত্র প্রদর্শনের চিত্র যেমন আছে, তেমনি আছে সূক্ষ্ম হইতে অতি সূক্ষ্ম কূটচালের বিষয়টিও। জাল-জালিয়াতি করিতেও তো বুদ্ধি লাগে! নির্বাচনের পূর্বের রাত্রিতে ভোটকেন্দ্রের সিসিটিভি ক্যামেরা উধাও হইয়া যায়। অভিযোগ দেওয়ার পরও কিচ্ছু হয় না। নির্বাচনকে কেন্দ্র করিয়া যেইভাবে কালোটাকার ছড়াছড়ি চলে, তাহাও এক গুরুতর নির্বাচনি আচরণবিধি লঙ্ঘন। যাহারা অভিযোগ করেন, উলটা তাহাদের হয়রানির মধ্যে পড়িতে হয়। নির্বাচনের দিন প্রতিপক্ষ প্রার্থীর এজেন্টকে কেন্দ্র হইতে বাহির করিয়া দেওয়ার ঘটনাও ঘটে। এমনকি ব্যালট বক্সও ছিনতাই হইয়া যায়। খুঁজিতে খুঁজিতে তাহা পাওয়া যায় কোনো পুকুরে নয়তো বন-জঙ্গলে। ইহাতে প্রশ্ন উঠে, এই গণতন্ত্র কীসের ও কাহাদের জন্য?

আমরা বলি, গণতন্ত্র হইল স্টেট অব মাইন্ড। ইহাকে বাংলা করিয়া বুঝানো কঠিন। উন্নত বিশ্ব ইহার মর্যাদা বুঝিতে পারিয়াছে বলিয়াই তাহারা আজ এতটা উন্নত ও সভ্য; কিন্তু যেই সকল দেশের গণতন্ত্র নবীন বা বহু বত্সরের ঐতিহ্যহীন, সেই সকল দেশে রাতারাতি পরিবর্তন হওয়াটা সহজ নহে। ইরানের সাবেক শাহ মোহাম্মদ রেজা পাহলভি পশ্চিমাদের বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন যে, গোত্রতান্ত্রিক দেশ গণতান্ত্রিক হইতে পারে না। যেই সকল দেশে রাজতন্ত্রের দীর্ঘ ইতিহাস রহিয়াছে, সেই সকল দেশে গতানুগতিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইলেও শাসকরা নিজেদের এখনো রাজাই মনে করেন। রাজনৈতিক নেতা ও আমলারা রাজা বা জমিদারের মতো আচরণ করেন। বিশেষ করিয়া আমলাতন্ত্র যখন নিরপেক্ষ নীতি বিসর্জন দিয়া রাজনৈতিক দলের সহিত মিলিয়া-মিশিয়া নানা অন্যায়-অপকর্ম ও কুকীর্তি চালাইয়া যায়, তখন সেই সকল দেশকে কি গণতন্ত্রী দেশ বলিয়া স্বীকৃতি দেওয়া যায়?

একসময় পৃথিবী ছিল দুই ভাগে বিভক্ত। সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্রী পুঁজিবাদী ব্লক; কিন্তু এখন অনেকেই মনে করেন, এই দুই নীতিরই বিকৃতিসাধন ঘটিয়াছে। সিনথেসিসের মাধ্যমে একপ্রকার মিশ্রনীতি অবলম্বনের পক্ষপাতী অনেকে। তবে সহজ কথায় গণতন্ত্র বলিতে আমরা বুঝি মুক্তচিন্তা, মত প্রকাশের স্বাধীনতা, মানবাধিকার, আইনের শাসন, ভোটাধিকার ইত্যাদি। প্রাচীন অ্যাথেন্সে প্রায় ৪০৮ খ্রিষ্টপূর্বে সরকারের রূপ হিসাবে গণতন্ত্র ও সংবিধানের ধারণার জন্ম নেয়। এখানকার সিটি স্টেট বা নগররাজ্যগুলিতে গণতন্ত্রের পাশাপাশি ছিল অভিজাততন্ত্র, রাজতন্ত্র, স্বৈরতন্ত্র ইত্যাদি শাসনব্যবস্থাও। আজ তৃতীয় বিশ্বে গণতন্ত্র কার্যকর না হওয়ার অন্যতম কারণ মৌলিক বা মানসম্মত শিক্ষার অভাব ও অর্থনৈতিক অসচ্ছলতা। গ্রামের অধিকাংশ মানুষ সামান্য অর্থ এমনকি একটি টিউবওয়েলের বিনিময়ে তাহার ভোট বিক্রয় করিয়া দেন। এমন নাগরিকদের দিয়া গণতন্ত্র কীভাবে ফলপ্রসূ হইবে? এই কারণেই এই সকল দেশে দেখা দিতেছে গণতন্ত্রের নামে গণতন্ত্রহীনতা বা বিকল গণতন্ত্র। তাহারই বহিঃপ্রকাশ হইল আজিব নির্বাচনি ব্যবস্থা!

ফিরে দেখা: রাজীব গান্ধীর ওপর আত্মঘাতী হামলার আগের রাতে সিনেমা দেখেন খুনিরা/২

ভারতের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও কংগ্রেস নেতা রাজীব গান্ধী ১৯৯১ সালের ২১ মে তামিলনাড়ু রাজ্যে নির্বাচনী প্রচার চালাতে গিয়ে আত্মঘাতী বোমায় নিহত হন। ওই মামলায় দোষী সাব্যস্ত সবাইকে ক্ষমা করে দিয়েছে তাঁর পরিবার। হত্যাকারীদের কেউ কেউ মারা গেছেন। বাকিরা এরই মধ্যে কারাগার থেকে মুক্তি পেয়েছেন। আমাদের বিশেষ আয়োজনে আজ থাকছে ভারতের সাবেক এই প্রধানমন্ত্রী হত্যাকাণ্ডের আদ্যোপান্ত। লিখেছেন **শাহজাহান সিরাজী..**

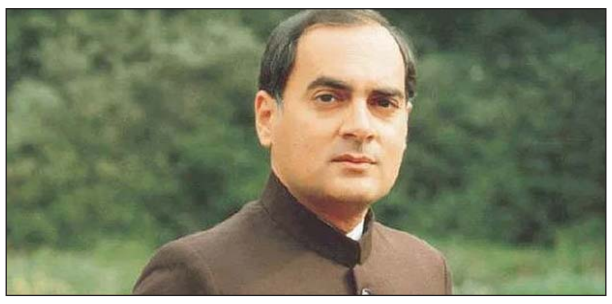

প্রত্যক্ষদর্শী পুলিশ কর্মকর্তার জবানিতে সেদিন

বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মকর্তা প্রতীপ ভি ফিলিপ ওই সময় তামিলনাড়ুর কানচিপুরামের সহকারী পুলিশ সুপার ছিলেন। চেন্নাইয়ের কাছে শ্রীপেরুমবুদুর ছিল তাঁর জেলার সীমান্তবর্তী থানা। সেই রাতের দুঃসহ ঘটনা সম্পর্কে চেন্নাইয়ের আদালতে বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন ফিলিপ। ওই পুলিশ কর্মকর্তা বলেন, ওই সময় জেলার পুলিশ সুপার (এসপি) ছিলেন মোহাম্মদ ইকবাল। তাঁর নির্দেশে ওই দিন আমি অতিরিক্ত পুলিশ সুপারকে সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেছিলাম। রাজীব গান্ধীর জনসভা একটি স্কুল থেকে সরিয়ে মহাসড়কের পাশে উন্মুক্ত স্থানে স্থানান্তরের পরিকল্পনা করছিলেন স্থানীয় কংগ্রেস নেতারা। আমরা নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগের কথা জানালে স্থানীয় সংসদ সদস্য, কংগ্রেস নেতা মারাগাথাম চন্দ্রশেখর আমাকে ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলেন, 'আপনারা কি অনুষ্ঠান বাতিল করতে চান?' মারাগাথাম জানালেন, রাজীব গান্ধী ইন্দিরা গান্ধীর মূর্তিতে পুষ্পার্পণ করবেন। সেখানে বড় সমাবেশ হবে। এর আগে এই জায়গায় কখনো রাজনৈতিক সমাবেশ হয়নি। শেষ পর্যন্ত পুলিশের আপত্তি সত্ত্বেও সেখানে সমাবেশের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল কংগ্রেস। ২১ মে ঘটনার দিন দুপুরে আমি ঘটনাস্থলে যাই। সেখানে আমরা মেটাল ডিটেক্টর দিয়ে স্থানটি ভালোভাবে পরীক্ষা করি। অনুষ্ঠানে কারা কী করবেন, তাদের তালিকা নিই। সেখানে কোকিলা নামের একজন কবিতা আবৃত্তি করবেন। সঙ্গে সেখানে থাকবেন তাঁর মা লতা কান্নান। পরে তদন্তে এই দুজনও গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ হিসেবে হাজির হয়েছিলেন। তাঁদের সঙ্গে সন্দেহভাজন ধানু নামের সেই নারীকে দেখা গিয়েছিল। ফিলিপ বলেন, 'রাত ১০টার দিকে একটি অ্যাম্বাসেডর গাড়িতে করে রাজীব গান্ধী ঘটনাস্থলে আসেন। আমরা তাঁকে স্বাগত জানাই। তাঁর আসার পথ এবং সেই পথে রাখা ফুলের তোড়াসহ সবকিছু পরীক্ষা করা হয়েছে। নেমেই তিনি জনতার দিকে এগিয়ে যান। সেখানে তিনি নারীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন। আমরা বলার পরও নারীরা ওই এলাকা ছাড়ছিল না।'

পুলিশ কর্মকর্তা ফিলিপ বলেন, 'পরে রাজীব গান্ধী মঞ্চে ওঠেন। আমি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের পাশে ছিলাম। পরে এসপির নির্দেশে আমি রাজীব গান্ধী থেকে কয়েক ফুট দূরত্বে সরে যাই। এরই মধ্যে কোকিলা আর তাঁর মাকে তাঁর কাছে যাওয়ার সুযোগ দিতে ইশারা দেন রাজীব গান্ধী। বাধ্য হয়ে তাঁদের দুজনসহ সেই সন্দেহভাজন খুনিকে যেতে দিতে বাধ্য হই আমরা। এরপরই সেই দুঃস্বপ্ন। রাত ১০টা ২০ মিনিটে সেকেন্ডের ব্যবধানে বিকট বিস্ফোরণ। আমি ছিটকে রাজীব গান্ধীর পায়ের কাছে গিয়ে পড়ি। আমার হাঁটু আর হাত থেকে রক্ত ঝরছিল। রাজীব গান্ধীর আশপাশে ৯ কর্মকর্তার নিথর দেহ। কোকিলা, তাঁর মা ও সেই ধানুর দেহও পড়ে আছে।' ফিলিপ বলেন, 'ঘটনস্থলে কোনো নিরাপত্তা কর্মকর্তা নেই। আমার চালক গাড়ি নিয়ে পালিয়েছেন। আমাকে ২৮ দিন হাসপাতালে কাটাতে হয়েছিল। আমার শরীরে ১০০ স্প্লিন্টার বিঁধে ছিল। এই আতঙ্ক আমাকে বহু বছর তাড়া করেছে।'

দোষীদের ক্ষমা করে দিল রাজীব গান্ধীর পরিবার

২০০৮ সালে তামিলনাড়ুর ভেলোর কেন্দ্রীয় কারাগারে নলিনীর সঙ্গে দেখা করেছিলেন রাজীব গান্ধীর মেয়ে প্রিয়াঙ্কা গান্ধী। ওই সময় তিনি নলিনীর কাছে বাবা রাজীব গান্ধীর হত্যা সম্পর্কে নানা কিছু জানতে চেয়েছিলেন। তখন তিনি বেশ আবেগপ্রবণ হয়ে গিয়েছিলেন। ২০২২ সালের নভেম্বরে কারাগার থেকে মুক্তির পর খোদ নলিনী শ্রীহরন নিজেই সাংবাদিকদের বিষয়টি জানিয়েছিলেন। সে সময় নলিনী হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে যতটুকু জানতেন, তা প্রিয়াঙ্কাকে বলেছিলেন। প্রিয়াঙ্কা সে সময় কেঁদেছিলেন কি না, জানতে চাইলে নলিনী বলেছিলেন, হ্যাঁ, তিনি কেঁদেছিলেন। তিনি খুব আবেগপ্রবণ ছিলেন। বোঝা যায়, বাবার মৃত্যুর এত দিন পরও মানসিক আঘাত সারেনি প্রিয়াঙ্কার। প্রিয়াঙ্কা একাধিকবার তামিলনাড়ুর কারাগারে গিয়ে তাঁর বাবার অন্যতম হত্যাকারী নলিনী ও মুরুগানের সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কথাবার্তা বলেছেন। ওই সময় প্রিয়াঙ্কা তাঁর বাবার হত্যাকারীদের ক্ষমা করে দিয়েছিলেন। শুধু তিনি নন। ভাই রাহুল গান্ধী এবং সোনিয়া গান্ধীও তাঁদের ক্ষমা করে দিয়েছেন। রাহুল ও প্রিয়াঙ্কার মা সোনিয়া গান্ধীর হস্তক্ষেপেই আদালত তাঁর স্বামীর হত্যাকারীদের মৃত্যুদণ্ড কমিয়ে যাবজ্জীবন করেছেন। ২০১৮ সালে সিঙ্গাপুরে এক সভায়ও রাহুল গান্ধী বলেছিলেন, তিনি ও তাঁর বোন প্রিয়াঙ্কা তাঁদের বাবা রাজীব গান্ধীর হত্যাকারীদের 'সম্পূর্ণভাবে ক্ষমা' করে দিয়েছেন। শ্রীলঙ্কার বাহিনীর হাতে পরে নিহত প্রভাকরণের মৃতদেহ দেখে রাহুল গান্ধীর খারাপ লেগেছিল বলেও জানিয়েছিলেন। তাঁর কথায়, 'প্রভাকরণের দেহটা ওভাবে পড়ে থাকতে দেখে আমার দুটো জিনিস মাথায় এসেছিল। প্রথমত, এভাবে তাঁকে অপমান করা হচ্ছে কেন? দ্বিতীয়ত, তাঁর জন্য, তাঁর সন্তানদের জন্য আমার খারাপ লাগছিল।' ওই সময় টেলিভিশনে প্রভাকরণের নিথর দেহ দেখে রাহুল বোন প্রিয়াঙ্কাকে ফোন করেছিলেন। বলেছিলেন, 'আমাদের পাপাকে যে হত্যা করেছিলেন, তাঁর মরদেহ দেখে আমার খুশি হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু খুশি হতে পারছি কই? প্রিয়াঙ্কাও তখন বললেন, তাঁরও ঠিক একই ধরনের অনুভূতি হয়েছে।' বাবার হত্যাকারীদের নিঃশর্ত ক্ষমা করে দিয়ে রাহুল ও প্রিয়াঙ্কা যে উদারতা দেখিয়েছেন, তাতে তাঁদের মানবিক দিক ফুটে উঠেছে। আবার রাজনীতির ময়দানেও হয়তো কোনো একদিন তাঁরা এই উদারতার মূল্য পাবেন।

সূত্র: ইন্ডিয়া টুডে, টাইমস অব ইন্ডিয়া, বিবিসি, ব্রিটানিকা ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ের ওয়েবসাইট

সৌ: প্র: আ: (সমাপ্ত)

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কী করলেন ও কেন করলেন

শুভজিৎ বাগচী

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পশ্চিমবঙ্গ এবং ভারতের এমন একজন নেত্রী, যাঁর রাজনৈতিক কৌশল অনেক ক্ষেত্রেই সাধারণ মানুষ বুঝতে পারেন না। কিন্তু হয়তো পরে দেখা যায়, তাঁর দল শেষ পর্যন্ত লাভবানই হয়েছে। উইলিয়াম শেক্‌সপিয়ার বলেছিলেন যে হ্যামলেটের পাগলামির মধ্যে একটা প্রক্রিয়া রয়েছে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়েরও একটা প্রণালি ও যুক্তি রয়েছে। তিনি তাঁর কৌশলের কঠিন মূল্যায়ন করে তবেই পাগলামি করেন। এই যুক্তিতেই তাঁর গত শনিবারের (১৯ মে) মন্তব্যটিকে দেখতে হবে।

শনিবার হুগলির এক সভায় মমতা বলেন, 'সব সাধু সমান হয় না। আমাদের মধ্যেও কি আমরা সবাই সমান? এই যে বহরমপুরের একজন মহারাজ আছেন, আমি শুনেছি অনেক দিন ধরে, কার্তিক মহারাজ। ভারত সেবাশ্রম সংঘকে আমি খুব শ্রদ্ধা করতাম কিন্তু এই লোকটা বলেছে, "তৃণমূলের এজেন্ট বসতে দেব না।" একে আমি সাধু বলে মনে করি না। কারণ, সে ডাইরেক্ট পলিটিকস করছে, দেশটার সর্বনাশ করছে।' এই নির্বাচন অন্তত পশ্চিমবঙ্গে কোনো সার্বিক সাম্প্রদায়িক ইস্যু ছিল না। মধ্য বাংলার একজন পরিচিত হিন্দুধর্মীয় নেতা স্বামী প্রদীপ্তানন্দ বা কার্তিক মহারাজের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে মন্তব্য করে সেই ইস্যু তৈরি করে দিলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী। কার্তিক মহারাজ রাজনৈতিকভাবে সক্রিয় না নিষ্ক্রিয়, সে প্রশ্ন এখানে অবান্তর। তিনি যদি সক্রিয় হয়েও থাকেন এবং তৃণমূলের বিরোধিতা করে থাকেন তাহলেও প্রশ্ন ওঠে, মমতা কেন নির্বাচনের মাঝামাঝি এসে একজন হিন্দুধর্মীয় নেতাকে আক্রমণ করলেন।

এর ফলে আগামী শনিবার ষষ্ঠ দফার ৮ আসনে এবং আগামী ১ জুন সপ্তম ও শেষ দফায় ৯ আসনে কী ধরনের প্রভাব পড়তে পারে, সেটিই এখন আলোচ্য বিষয়। এটি স্পষ্ট যে গত নির্বাচনের মতো এবার পশ্চিমবঙ্গে অন্তত সাম্প্রদায়িক মেরুকরণের পথে হাঁটতে পারেনি বিজেপি। এই কারণে মনে করা হচ্ছিল যে তাদের আসনসংখ্যা গতবারের ১৮ থেকে অনেকটাই কমে যাবে। কিন্তু শনিবার থেকে মমতার হিন্দুধর্মীয় নেতাকে ধারাবাহিক আক্রমণের জেরে বিরাট প্রচারণা শুরু করেছে বিজেপি।

এই প্রচারণার মূল লক্ষ্য হচ্ছে মমতা হিন্দু সমাজের শত্রু; তিনি এবং তাঁর অনুগামীরা ইসকন, ভারত সেবাশ্রম সংঘ বা রামকৃষ্ণ মিশনের মতো প্রতিষ্ঠানের বিরোধী। বস্তুত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ঠিক এই শব্দগুলো ব্যবহার করেছেন মমতার শনিবারের মন্তব্যের পর।

নরেন্দ্র মোদি কোনো কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে বিজেপির গোটা নেতৃত্ব এবং তথ্যপ্রযুক্তি সেল বারবার সেই একই কথা বলতে থাকে। নেতা-নেত্রীরা বিষয়টিকে আরও এগিয়ে নিয়ে যান। যেমন এ ক্ষেত্রে আসামের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা প্রশ্ন তুলেছেন, ইমামদের সম্পর্কে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই মন্তব্য করতে পারতেন কি না। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও বিজেপির নেতা-কর্মীরা নেমে পড়েছেন। বিশ্ব হিন্দু পরিষদ আন্দোলনের ঘোষণা দিয়েছে এবং প্রতিটি জনসভায় বিষয়টি নিয়ে কথা বলছেন বিজেপির নেতা-নেত্রীরা।

মমতা কেন শেষ তিন দফার ভোট গ্রহণ বাকি থাকতে এ মন্তব্য করলেন। এর উত্তর স্পষ্টই কারোর কাছে নেই–তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ নেতা-কর্মী থেকে সমর্থকেরাও অথই জলে। ধর্মীয় লাইনে মেরুকরণ হলে বিজেপির সুবিধা অনেক বেশি হবে, তা নিয়ে কোনো সন্দেহই নেই। কারণ, পশ্চিমবঙ্গে হিন্দু ভোটের সংখ্যা ৭০ থেকে ৭৫ শতাংশ এবং মুসলমান ভোট মোটামুটিভাবে ২৫ থেকে ৩০ শতাংশ। ২০১৯ সালে প্রায় ৬০ শতাংশ হিন্দু ভোট একত্র হওয়ার কারণে ৪২-এর মধ্যে বিজেপি পেয়েছিল ১৮ আসন এবং তৃণমূল ২০ আসন।

আগামী দুই পর্বে যে ১৭ আসনে ভোট হবে, তার মধ্যে পাঁচটি আসন আগেরবার পেয়েছিল বিজেপি। ২৫ মে যে ৮ আসনে ভোট হবে, তার মধ্যেই এই ৫ আসন ছিল এবং তার পরে (১ জুন) যে ৯ আসনে ভোট হবে, তার মধ্যে একটিও বিজেপি পায়নি। তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা-কর্মীরাই মনে করছেন, শেষ পর্বে বিজেপি শেষ পর্যন্ত বেশ কয়েকটি আসন পেয়ে যেতে পারে মমতার এ মন্তব্যের জেরে।

বামপন্থীদের অনেকের ব্যাখ্যা যে তাদের উত্থানের সঙ্গে এই মন্তব্যের যোগ আছে। মমতা ভয় পাচ্ছেন যে বামফ্রন্ট ও কংগ্রেসের জোট শেষ পর্যন্ত মুসলমান ভোট তৃণমূল থেকে ছিনিয়ে নিয়ে তাঁকে বিপদে ফেলবে। অতীতের নির্বাচনে দেখা গেছে, তীব্র মেরুকরণে তৃণমূল কংগ্রেস এবং বিজেপি এই দুই দলের ভোট বাড়ে, আর বামফ্রন্টের কমে। এবার বামফ্রন্টের ভোট বাড়ছে বুঝতে পেরে কাজটি করলেন মমতা, যাতে অতীতের মতোই তাঁর ও বিজেপির ভোট ও আসন বাড়ে।

এই যুক্তি হয়তো বামফ্রন্টের দিক থেকে ঠিক আছে, কিন্তু মেনে নেওয়া কঠিন। এর কারণ, এর ফলে বিজেপির আসন যদি হঠাৎ শেষ পর্যায়ে ১৭-এর মধ্যে ৫ (২০১৯) থেকে বেড়ে ১৪ থেকে ১৫ হয়ে যায়, তাহলে বিরাট বিপদে পড়বেন মমতা। অপর ব্যাখ্যা হচ্ছে, চিরাচরিত 'সেটিং থিওরি', অর্থাৎ মমতা ও মোদির মধ্যে সমঝোতা রয়েছে। লোকসভা নির্বাচনে বিজেপিকে বাড়তি ১০ থেকে ১৫টি আসন ছেড়ে দেবেন মমতা এবং পরিবর্তে পরবর্তী বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূলকে জেতানোর বন্দোবস্ত করবেন মোদি। ২০১৯-এর লোকসভা ও ২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচন দেখে অনেকেই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে তাঁদের মধ্যে সমঝোতা রয়েছে।

কিন্তু এই বিশ্লেষণের ঝুঁকি হলো ২৫ থেকে ৩০ আসন পশ্চিমবঙ্গে পেয়ে কেন্দ্রে ক্ষমতা দখলের পরে বিজেপি যে তৃণমূল কংগ্রেসকে ফেলে দেবে না বা অন্য রাজ্যের মতো এ রাজ্যেও সপরিবার মুখ্যমন্ত্রীকে গ্রেপ্তার করবে না, তার গ্যারান্টি কোথায়? অতীতে বিজেপি প্রথমে বিপদে ফেলেছে তাদের বন্ধুদের, যেমন মহারাষ্ট্র শিবসেনা বা কাশ্মীরে পিডিপি এবং পরে শত্রুদের। মমতা এমন মন্তব্য করে কী ফল ঘরে তুলবেন বা আদৌ তুলতে পারবেন কি না, তা বোঝা যাবে দুই দফা নির্বাচনের ফলাফলের পরে।

সৌ: প্র: আ:

আবদুল্লাহ আল-শিজ

বাইডেন চান গাজায় শান্তিরক্ষী বাহিনী, আরব নেতারা চুপ

আমার আশা ছিল, ৩৩তম আরব সম্মেলনের নাম দেওয়া হবে গাজা সম্মেলন। বাহরাইনে সম্প্রতি আরব দেশগুলোর এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। ২০১৮ সালে ২৯তম সম্মেলনে সৌদি আরবের বাদশাহ সালমান নাম দিয়েছিলেন 'জেরুজালেম সম্মেলন'। ফিলিস্তিনিদের জন্য ১৫০ মিলিয়ন ডলার অনুদান ঘোষণা করে সৌদি বাদশাহ বলেছিলেন, 'কাছের, দূরের সবার জানা প্রয়োজন যে ফিলিস্তিন ও সেখানকার জনগণ আরব ও মুসলিমদের হৃদয়ের গভীরে রয়েছে।' বাহরাইনে হয়ে যাওয়া সম্মেলনের একটি কাকতালীয় দিক হচ্ছে, ১৯৪৮ সালের নাকবার ৭৬তম প্রতিষ্ঠবার্ষিকীতে এটি অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রথম নাকবার পর থেকে একের পর এক বিপর্যয় আর পরাজয় শেষ পর্যন্ত কি গাজা নাকবা সৃষ্টির পটভূমি তৈরি করেনি? ১৯৪৮ সালে সাড়ে সাত লাখ ফিলিস্তিনিকে তাঁদের ভিটেমাটি থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। সেটা ছিল একটা গণশুদ্ধি অভিযান। এখন আমরা দেখছি গত বছরের ৭ অক্টোবর শুরু করা জায়নবাদী শুদ্ধি অভিযানে ২০ লাখের বেশি ফিলিস্তিনি ঘরবাড়িহারা হয়েছেন। আর রাফায় হামলা শুরুর পর আট লাখের বেশি মানুষ সেখান থেকে পালিয়ে এসেছেন। ফিলিস্তিনি সেন্ট্রাল ব্যুরো অব স্ট্যাটিসটিকসের তথ্যমতে, ১৯৪৮ সাল থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত দখল হওয়া ফিলিস্তিনে ১ লাখ ৩৪ হাজার ফিলিস্তিনিকে হত্যা করেছে ইসরায়েল। এ সময়ের মধ্যে তারা তিন হাজারটি গণহত্যা ঘটিয়েছে। ১৯৬৭ সালের নাকসার (পশ্চিম তীর ও গাজা উপত্যকার দখল নেয় ইসরায়েল) পর ১০ লাখের বেশি মানুষকে গ্রেপ্তার করা হয়।

ফিলিস্তিনিরা অনেক দশক ধরে বিপর্যয়ের অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়ে আসছে, গত আট মাসেও তারই ধারাবাহিকতা চলছে। শেষ আরব সম্মেলনের আরেকটি কাকতালীয় দিক হলো, সম্মেলন যখন চলছিল, তখন ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট অব জাস্টিসে (আইসিজে) রাফায় হামলা শুরুর কারণে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে দক্ষিণ আফ্রিকা নতুন পদক্ষেপ নেওয়ার আরজি জানিয়েছে। দক্ষিণ আফ্রিকার পক্ষ থেকে করা আবেদনে ইসরায়েলকে দায়ী করে বলা হয়েছে যে দেশটি দায়মুক্তি নিয়ে তাদের কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছে। ইসরায়েলের বিরুদ্ধে গত বছরের ডিসেম্বর মাসে আইসিজেতে মামলা করে দক্ষিণ আফ্রিকা। এরপর এই মামলায় পক্ষভুক্ত হয় মিসর, তুরস্ক, লিবিয়া, নিকারাগুয়া, কলম্বিয়া ও মালদ্বীপ। আয়ারল্যান্ড ও বেলজিয়ামও পক্ষভুক্ত হবে বলে অভিপ্রায় ব্যক্ত করে।

২০২০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ট্রাম্প প্রশাসনের পৃষ্ঠেপোষকতায় সম্পাদিত আব্রাহাম অ্যাকর্ডের অংশ হিসেবে ইসরায়েলের সঙ্গে বাহরাইন সম্পর্ক স্বাভাবিক করেছে। শেষ সম্মেলনে আরব দেশগুলোর সামনের সারির কিছু নেতা উপস্থিত ছিলেন না। অংশগ্রহণকারীরা ঘুরেফিরে বলেছেন, তাঁরা বাস্তবতা অনুযায়ী ফিলিস্তিনিদের সমর্থন করছেন। তাঁরা বলেছেন, শান্তি একটা কৌশলগত ইস্যু। বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু আর তাঁর ডানপন্থী ঠগেরা যখন তাঁদের হাত ফিলিস্তিনিদের রক্তে রাঙা করছেন আর ইসরায়েলি বাহিনী যখন নতুন করে গণহত্যার জন্য রাফাকে ঘিরে ফেলেছে এবং ফিলিস্তিনিদের পালিয়ে যাওয়ার আর কোনো জায়গা নেই, তখন আরব নেতারা এটা বলছেন। রাফার বাসিন্দাদের যখন হয় বোমায় নয়তো না খেয়ে মরা ছাড়া পথ নেই, সে সময় সীমান্তের অপর পাশে মিসরের ভাইয়েরা বসে বসে দেখছেন আর অন্য আরব দেশগুলো সম্মেলন করতে মানামায় সমবেত হচ্ছে। তাদের কেউই আক্রমণকারীকে বাধা দিতে পারেনি। সম্মেলন শেষে মানামা ঘোষণায় আরব নেতারা শক্ত ভাষা ব্যবহার করে ইসরায়েলকে নিন্দা জানিয়েছেন। এই ঘোষণায় রয়েছে, গাজার বিরুদ্ধে ইসরায়েলিদের বর্বর আগ্রাসন, গাজা যুদ্ধ স্থায়ীভাবে বন্ধের আহ্বান, বন্দীদের মুক্তি, জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুতির সব ধরনের প্রচেষ্টা বন্ধ এবং বাহরাইনের উদ্যোগে সমর্থন। সম্মেলন থেকে জাতিসংঘের প্রস্তাবের ভিত্তিতে দুই রাষ্ট্রের সমাধানে একটা আন্তর্জাতিক সম্মেলনের আহ্বান জানানো হয়, যাতে করে অঞ্চলটিতে ন্যায্য ও সমন্বিত শান্তি আনার পাশাপাশি ইসরায়েলের পাশে ফিলিস্তিনি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা যায়। আরব নেতারা দুই রাষ্ট্র সমাধান না হওয়া পর্যন্ত ফিলিস্তিন ভূখণ্ডে জাতিসংঘের শান্তিরক্ষী নিয়োগ করার আহ্বান জানিয়েছেন। কিন্তু এটা কোনো মূল্য বহন করে না।

সম্প্রতি ফিন্যান্সিয়াল টাইমস পত্রিকার প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনে আরব দেশগুলোর প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন যে তারা যেন গাজায় ইসরায়েলের জাতিহত্যামূলক যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর সেখানে শান্তিরক্ষী বাহিনী মোতায়েন করে। ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের নিরাপত্তা বাহিনী গাজা উপত্যকার দায়িত্ব নেওয়ার উপযুক্ত হওয়ার আগপর্যন্ত শান্তিরক্ষীরা গাজায় দায়িত্ব পালন করবেন। আরব সম্মেলন থেকে বাইডেনের এ আহ্বান নিয়ে কোনো কথা বলা হয়নি। অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেশগুলো গাজায় শান্তি রক্ষায় তাদের সেনা পাঠাতে অস্বীকৃতি জানিয়ে আরব দেশগুলোকে তাদের সেনা পাঠানোর দাবি জানিয়েছে। নেতানিয়াহু সরকার অবশ্য সেই দাবি প্রত্যাখ্যান করেছেন।

প্রশ্ন হচ্ছে, এ ধরনের শান্তিরক্ষী বাহিনী কাদের নিয়ে গঠিত হবে? তারা কি ইসরায়েলের জন্য নিছক সীমান্তরক্ষী বাহিনী হবে? গাজায় আন্তর্জাতিক কোনো বাহিনীর উপস্থিতি মানবে না বলে জানিয়ে দিয়েছে হামাস। কিন্তু ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ এখনো তাদের অবস্থান পরিষ্কার করেনি। আবার আরব নেতারাও বলেননি যে তাঁরা আন্তর্জাতিক বাহিনীগুলোর সঙ্গে গাজায় শান্তিরক্ষী হিসেবে অংশ নেবেন কি না। গাজায় যখন ইসরায়েল গণহত্যামূলক যুদ্ধ চালাচ্ছিল, সে সময়ই ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাস হামাসের সমালোচনা করেছিলেন ৭ অক্টোবরের হামলার জন্য। এটা ছিল দুঃখজনক ঘটনা। এ ধরনের বক্তব্যে ইসরায়েলকে গাজায় গণহত্যা চালানোর পক্ষে ন্যায্যতা দেওয়া হয়। হামাসের এক নেতা মাহমুদ আব্বাসের বক্তব্যের সমালোচনা করে বলেছিলেন, এটা দুর্ভাগ্যজনক। বড় যে প্রশ্ন সবাইকে উদ্বেগে ফেলেছে, সেটি হলো, গাজার মর্যাদা কী হবে, গাজার ভবিষ্যৎই বা কী হবে? গাজায় ইসরায়েলের গণহত্যামূলক যুদ্ধ শেষ হওয়ার 'পরদিন'থেকে হামাস ও ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের ভূমিকা কী হবে? এবারের আরব সম্মেলনটি ছিল নতুন বোতলে পুরোনো পানি। আরব দেশগুলো কিংবা ইসরায়েল কেউই মনে করে না যে আঞ্চলিক সমীকরণে ফিলিস্তিন গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড়। সে কারণে তারা ফিলিস্তিনকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করছে না।

মিডলইস্ট মনিটর থেকে সংক্ষিপ্তাকারে অনূদিত

প্রথম নজর

চির বিদায় নিল নবাবি মহরমের ঘোড়া দুলদুল

সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: দীর্ঘ ৫০ বছর যাবত মুর্শিদাবাদ শহরের ঐতিহ্যবাহী নবাবী মহরমে ব্যবহৃত দুলদুল ঘোড়া। প্রায় বছর দু'য়েক ধরে বার্ধক্য জনিত কারণে শারীরিক অসুস্থতায় ভুগছিল।
দু-বছর আগে নতুন দুলদুল ঘোড়া নিয়ে আসা হয় ইমামবাড়ায়।
৫০ বছরের পুরনো দুলদুল ঘোড়াকে দুবছর থেকে বিশ্রামে রাখা হয়েছিল, বৃহস্পতিবার অসুস্থতার কারণে মৃত্যু হয় তার।
মুর্শিদাবাদ ভ্রমণে আশা প্রতিটি পর্যটকের চোখে পড়ে এই ঘোড়াটি। হাজারদুয়ারির মাঠে নিজামত ইমামবাড়ার সামনে থাকতো সে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অধীনস্থ মুর্শিদাবাদ এস্টেটের উদ্যোগে তার দেখাশোনা জন্য তিনজন কর্মী নিয়োজিত ছিল।
সরকারি এই ঘোড়া মহরমের সময় মুসলিম ধর্মের শিয়া সম্প্রদায়ের মানুষজন ইমাম হোসাইনের বাহন পবিত্র দুলদুল হিসেবে মেনে থাকে। প্রায় অর্ধশত বছর নিজের দায়িত্ব পালনের পর বৃহস্পতিবার পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করল দুলদুল ঘোড়া।

চেন্নাইয়ের জেলে বন্দি বীরভূমের পরিযায়ী শ্রমিক, ৯২ দিন পর অবশেষে মুক্তি পেলেন তরুণ আসিফ

আজিম শেখ ● বীরভূম

আপনজন: ৯২ দিন অক্লান্ত লড়াইয়ের পর চেন্নাইয়ের জেলে বন্দি একজন পরিযায়ী শ্রমিককে উদ্ধার করে বাবা মায়ের কোলে ফিরিয়ে দিল এক সমাজসেবক যুবক।
মাস তিনেক আগে বীরভূম জেলার পাইকর থানার কাঠিয়া গ্রামের একজন পরিযায়ী শ্রমিক আসিফ সেখ (২১) কাজের জন্য তামিলনাড়ু রাজ্যের চিঙ্গালপেট্টু এলাকায় গেছিলেন। এখানে কিছুদিন কাজ করার পরই বিপদ ঘটে। হঠাৎ একদিন তামিলনাড়ু রাজ্যের সাইবার পুলিশ গ্রেপ্তার করে পরিযায়ী শ্রমিক আসিফকে। গ্রেপ্তারের কারণ আসিফ নিজেও ঠিক বুঝে উঠতে পারছিল না। খোঁজ নিয়ে জানতে পারা আসিফের নামে সাইবার ক্রাইমে একটি অভিযোগ আছে হ্যাকিং এর। মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়ে পরিবার- পরিজনদের। খোঁজ নিয়ে জানা যায় মাস ছয়েক আগে আসিফ যখন চেন্নাইয়ে কাজ করতো তখন কিছু ছেলের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব হয়। মাঝেমধ্যে তারা আসিফের

মোবাইল কাজের সাইডে ফোন করার নামে ব্যবহার করত। আসিফ সাধাসিধে ছেলে অতটা বুঝে উঠতে পারেনি যে বন্ধুদের ফোন দেওয়াটা তার বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। সেই সময়ে আসিফের মোবাইল ব্যবহার করে একটা হ্যাকিং হয়। অফিসাররা তদন্ত করে আসিফের মোবাইল নম্বরটি খুঁজে পান। পরের বার আসিফ তামিলনাড়ু কাজে গেলে সেখানকার পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে। কাজ করতে গিয়ে পরিচিত হওয়া ছেলেগুলোও সেখান থেকে কবেই চলে গেছিল কিন্তু কে জানত তারাই আসিফের কপালে বিপদ ডেকে নিয়ে আসবেন। আসিফের বাবা একজন বহুরূপী শিল্পী, ইনকাম বলতে কোনো রকমে সংসার চলে। ছেলেকে ফেরত পাওয়ার জন্য আসিফের বাবা বহু জায়গাতে যোগাযোগ করে কিন্তু সবাই তার কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। যে পরিবার কখনো থানা পুলিশের দারস্থ হয়নি সেই পরিবারের সদস্য জেলবন্দি। এলাকার লোকের কথাবার্তা শুনে আরো ভেঙে পড়ে আসিফের পরিবার। কিভাবে ছেলেটিকে জেল থেকে ছাড়ানো যায় সে ব্যাপারে কেউ পরামর্শটুকুও দেয়নি আসিফের পরিবারকে।
আসিফের বাবা মনিরুল শেখ জানান, ছেলে তামিলনাড়ুতে গ্রেপ্তার হয়েছে শুনে ভেঙে পড়েছিলাম। আমার স্ত্রী অসুস্থ হয়ে হাসপাতালেও ভর্তি হয়েছিল। কোনভাবেই বিষয়টিকে মেনে নিতে পারছিলাম না। বহু মানুষের দ্বারে দ্বারে ঘুরেছি কিন্তু সহযোগিতার জন্য কেউ এগিয়ে আসেনি। তখনই একজন আমাকে মহঃ রিপনের সাথে যোগাযোগ করতে বলে। রিপনের কাছে এসে সমস্ত ঘটনা খুলে বলি। সহযোগিতার জন্য অনুরোধ করি। তখন রিপন আমাদের আশ্বস্ত করেন তাদের ছেলেকে নির্দোষ প্রমাণ করিয়ে যে কোন মূল্যে ফিরে নিয়ে আসবে।
মহঃ রিপন জানান, আমি আমার তামিলনাড়ুতে পরিচিত কয়েকজন বন্ধুর সহযোগিতায় কাজ শুরু করি ও তাদেরকে বিষয়টি বলি। আমার বন্ধু অলোক আসিফকে ছাড়িয়ে আনতে খুব সহযোগিতা করেছে। ডিস্টিক কোড বহুবার আসিফের বেল ক্যানসেল করেছিল। তারপর আমরা সেশন কোর্টে যাই। প্রায় ৯২ দিন পর জামিন মঞ্জুর হয়।আমাদের কাছে এটা খুব বড় একটা চ্যালেঞ্জিং লড়াই ছিল।বর্তমান সময়ে সারা দেশ জুড়ে পরিযায়ী শ্রমিকদের নানা ঘটনা আমরা জনসমক্ষে দেখতে পাচ্ছি। কখনো শ্রমিকদের বকেয়া বেতন না দেওয়া আবার কখনো শ্রমিকদের ঘর থেকে বের করে নিয়ে এসে হত্যা করার মতো ঘটনা দেখেছি। বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য লড়ে যাচ্ছে রিপন। রাজ্যের বাইরে কাজ করতে গিয়ে মৃত পরিযায়ী শ্রমিকদের দেহ ঘরে ফেরানো, শ্রমিকদের বকেয়া বেতন উদ্ধার করে দেওয়া, শ্রমিকরা বিপদে পড়লে তাদের সেখান থেকে উদ্ধার করা সবকিছুই একার হাতে সামাল দিয়ে চলেছেন এই সমাজসেবী যুবকটি। অথচ একটি সিস্টেম চালাতে গেলে যে পরিমাণ সরঞ্জাম, অর্থ , যন্ত্রাদি দরকার হয় তার কিছুই নেই রিপনের কাছে। তবুও নিজের মতো করে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। তিনি সত্যিই পরিযায়ী শ্রমিকদের ভাইজান।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

বিশ্ব কচ্ছপ দিবস পালিত হল বাগনানে

সুরজীৎ আদক ● বাগনান

আপনজন: ২৩-শে মে বিশ্ব জুড়ে জলজ বাস্তুতন্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ প্রাণী কচ্ছপ সংরক্ষণের জন্য পালিত হয় বিশ্ব কচ্ছপ দিবস বা ওয়ার্ল্ড টার্টল ডে। পশ্চিমবঙ্গ প্রকৃতি পরিষদের উদ্যোগেও বাগনান ১ নং ব্লক অফিস প্রাঙ্গণে পালিত হল বিশ্ব কচ্ছপ দিবস। ছোটো ছোটো ছাত্রছাত্রী'রা কচ্ছপ সংরক্ষণের বার্তা দিয়ে নিজ হাতে পোস্টার তৈরি করে, অন্যান্য ছাত্র ছাত্রী এবং সাধারণ মানুষদের সচেতনতামূলক লিফলেট বিলি করে। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন হাওড়া জেলা পরিষদের বন ও ভূমি কর্মাধ্যক্ষ মানস কুমার বসু, বাগনান ১ নং সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক মানস কুমার গিরি, বিশিষ্ট সমাজসেবী চন্দ্রনাথ বসু,পরিবেশ কর্মী ও খালোড় গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যা ঝিন্দন প্রধান, চিত্রশিল্পী সৈকত খাঁড়া,বন্যপ্রাণ সংরক্ষণকারী চিত্রক প্রামানিক, সুমন্ত দাস, ইমন ধাড়া প্রমুখ।

অলিচিকি লিপির জনক পন্ডিত রঘুনাথ মুর্মুর জন্ম দিবস উদযাপিত

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন: বীরভূম সীমান্তবর্তী ঝাড়খন্ডের রাণীশ্বর ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ আশ্রম প্রাঙ্গণে প্রাকৃতিক ও মনোরম পরিবেশে সাঁওতালি ভাষার অলিচিকি লিপির জনক ও আদিবাসী সম্প্রদায়ের সোসাইটি অব কালচার এডুকেশন এর প্রতিষ্ঠাতা পন্ডিত রঘুনাথ মুর্মুর ১২০ তম জন্মজয়ন্তী পালিত হয় ২৩ শে মে বৃহস্পতিবার। এদিন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলার গর্ব প্রখ্যাত লোকসঙ্গীত শিল্পী পদ্মশ্রী পুরস্কার প্রাপ্ত বীরভূমের ভূমিপুত্র রতন কাহার।
এছাড়াও বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন রানীশ্বর ময়ূরাক্ষী গ্রামীণ কলেজের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ডক্টর আব্দুল রইস খান,এস পি মহিলা কলেজের অধ্যাপক ঈশ্বর মারান্ডী,এস কে এম বিশ্ববিদ্যালয়ের খেলাধুলা বিভাগের ডাইরেক্টর সুজিত সরেন,আশ্রমের অন্যতম মুখ্য সঞ্চালক স্বামী নিত্যব্রতানন্দ মহারাজ,বরিষ্ঠ সাংবাদিক তথা বাংলাভাষা ও সংস্কৃতি রক্ষা সমিতির মহাসচিব গৌতম চট্টোপাধ্যায়,বীরভুমের প্রবীণ সাংবাদিক তথা কবি সনাতন সৌ প্রমুখ।
পন্ডিত রঘুনাথ মুর্মুর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভসূচনা হয়। প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষার্থে আশ্রমের স্টেডিয়াম চত্বর এলাকায় বৃক্ষ রোপনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। পন্ডিত রঘুনাথ মুর্মুর জীবনী সম্পর্কে আলোকপাত করেন উপস্থিত অতিথিবৃন্দ।পাশাপাশি কথা, কবিতা পাঠ ও গানে অংশ নেয় অভিভাবকদের সাথে সাথে কচিকাঁচারাও।
অনুষ্ঠান মঞ্চে লোকসঙ্গীত শিল্পী পদ্মশ্রী রতন কাহার তাঁর স্বরচিত কয়েকটি গান গেয়ে আসর মাতিয়ে দেন। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সুচারুভাবে সঞ্চালনা করেন অভিনন্দন মুর্মু। সঙ্গে ছিলেন ইউথ এসোসিয়েশনের সভাপতি অনিমেষ মন্ডল।
প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে,১৯০৫ সালের ৫ ই মে গ্রেটার বাংলার অন্তর্গত ময়ূরভঞ্জে পন্ডিত রঘুনাথ মুর্মুর জন্ম হয়। উনি বহু সংগ্রাম করে বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে সাঁওতালি ভাষার অলিচিকি লিপি আবিষ্কার করেন। সেই সঙ্গে সাঁওতাল জাতিগোষ্ঠীর ভাষা সংস্কৃতি উন্নয়নের জন্য আসেকা নামক একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন।আসেকার সংগঠনের ন্যায্য অধিকার দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে তদানীন্তন কেন্দ্রীয় সরকার ২০০০ সালের ২২ শে সেপ্টেম্বর সাঁওতালি ভাষাকে অষ্টম সূচি হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করেন।

ডাকাতি রুখতে বিশেষ ডিভাইস বসাতে চলেছে মালদা জেলা পুলিশ

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: সোনার দোকানে চুরি বা ডাকাতি রুখতে একটি বিশেষ ডিভাইস বসাতে চলেছে জেলা পুলিশ। বুধবার রাতে জেলার স্বর্ণ ব্যবসায়ীদের সঙ্গে পুলিশ প্রশাসনের আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় মালদা শহরের রথবাড়ি এলাকায় বাণিজ্য ভবনে। উপস্থিত ছিলেন, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সম্ভব জৈন, ডিএসপি পঙ্কজ তামাং, ইংরেজবাজার থানার আইসি সঞ্জয় ঘোষ, মালদা মার্চেন্টস চেম্বার অব কমার্সের সভাপতি জয়ন্ত কুন্ডু, সহ-সভাপতি কমলেশ বিহানি, বঙ্গীয় স্বর্ণ শিল্পী ও স্বর্ণ ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি মদন গুপ্ত, সম্পাদক উজ্জ্বল সরকার সহ অন্যান্য ব্যবসায়ীরা।
গত কয়েক মাস ধরে মালদা জেলার বিভিন্ন প্রান্তে সোনার দোকানে চুরি ও ডাকাতির ঘটনা ঘটায় আতঙ্কে রয়েছেন স্বর্ণ ব্যবসায়ীরা। বিভিন্ন থানায় লিখিত অভিযোগ হওয়ার পরও চুরি যাওয়া সোনা ও রুপোর গয়না উদ্ধার এবং দুষ্কৃতীদের গ্রেপ্তার করতে পারেনি পুলিশ।
চুরি যাওয়া মাল উদ্ধার এবং দুষ্কৃতীদের গ্রেপ্তারের দাবিতে বারবার পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছিলেন স্বর্ণ ব্যবসায়ীরা। কিন্তু তাতেও তেমন আশানুরূপ ফল হয়নি। এবার সোনার দোকানে চুরি বা ডাকাতি রুখতে জেলা পুলিশের সহযোগিতায় একটি ডিভাইস বসানো নিয়ে স্বর্ণ ব্যবসায়ীদের সঙ্গে আলোচনা করেন পুলিশ কর্তারা। প্রাথমিক পর্যায়ে সেই

ডিভাইসের ডেমো সামনে রেখে পরীক্ষার মাধ্যমে বোঝানো হয় স্বর্ণ ব্যবসায়ীদের। অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সম্ভব জৈন জানিয়েছেন, এই ডিভাইসের মাধ্যমে পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে। সোনার দোকানে চুরি বা ডাকাতি রুখতে কিভাবে তা প্রয়োগ করা যায় তা নিয়ে আলোচনা করা হয় স্বর্ণ ব্যবসায়ীদের সঙ্গে।বঙ্গীয় স্বর্ণ শিল্পী ও স্বর্ণ ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক উজ্জল সরকার জানিয়েছেন, পুলিশের পক্ষ থেকে একটি ডিভাইসের পরীক্ষামূলক ব্যবহার দেখানো হয় স্বর্ণ ব্যবসায়ীদের। ওয়াইফাই কানেক্ট করে ডিভাইসটি বসানো থাকবে ইংরেজবাজার থানায়। তার সাথে বিভিন্ন দোকানের সঙ্গে কানেক্ট থাকবে সেই ডিভাইস। দুষ্কৃতীরা দোকানে ঢুকলে সেখান থেকে সুইচ টিপলেই জানতে পারবেন ইংরেজ বাজার থানার পুলিশ। কোন এলাকা থেকে ডিভাইসের সুইচ টেপা হয়েছে তৎক্ষণাৎ সেখানে পৌঁছাবে পুলিশ। তবে সমস্তটাই পরীক্ষামূলক আলোচনা করা হয়েছে। ব্যবসায়ীদের সঙ্গে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।

হুড খোলা গাড়িতে বাবুল সুপ্রিয়র প্রচার সুজাতার জন্য

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: প্রচারের শেষ বেলায় তৃণমূল প্রার্থী সুজাতা মন্ডল কে সাথে নিয়ে হুড খোলা গাড়িতে ভোট প্রচার করে গান গেয়ে কর্মীদের মন ভরালেন বাবুল সুপ্রিয়। বিষ্ণুপুর লোকসভা কেন্দ্রে নির্বাচনের আগে শেষ প্রচার।
প্রচারের অন্তিম লগ্নে ইন্দাস ব্লকের আকুই গ্রামে বাবুল সুপ্রিয় এবং ইন্দাস ব্লক সভাপতি কে সাথে নিয়ে প্রচারে ঝড় তুললেন বিষ্ণুপুর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী সুজাতা মন্ডল। একটি হুট খোলা গাড়িতে আকুই গ্রামের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত ভোট প্রচার করেন । রাস্তার দু'পাশে সাধারণ মানুষের এবং মহিলাদের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মত। পাখি এবং বাবুল সুপ্রিয় কে ফুল ছড়িয়ে আশীর্বাদ করেন সাধারণ মানুষ। প্রচার শেষে হুট খোলা গাড়িতেই। কর্মী সমর্থকদের উদ্দেশ্যে গান ধরতে দেখা যায় বাবুল সুপ্রিয় কে। সব মিলিয়ে নির্বাচনের আগে প্রচারে শেষ প্রহরে ইন্দাস ব্লকের আকুই গ্রামকে মাতিয়ে তুললেন তৃণমূল প্রার্থী।

বেলুড় স্টেশনের রেলের আন্ডারপাশে জল জমে যন্ত্রণা আম জনতার

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: হাওড়ার বেলুড় রেল স্টেশনের আন্ডার পাশে জল জমার সমস্যা দীর্ঘদিনের। বুধবার দুপুরের বৃষ্টিতে এই আন্ডার পাশে এক বুক সমান জল দাড়িয়ে গেছে। এখানে পাম্প করে জল বের করলেও এলাকাটা নিচু হওয়ায় চারদিক থেকে জল এসে এখানে দীর্ঘ সময় দাড়িয়ে থাকে। কিছুদিন আগে এই বেলুড় রেলওয়ে আন্ডার পাশের রাস্তাটি সিমেন্টিং করে সংস্কার করা হলেও জল জমার সমস্যার কোন সমাধান আজও হয়নি। রাতে পাম্প না চললে বৃহস্পতিবার সকালে এসে দেখা যায় এখানে জল দাড়িয়ে আছে। আর একটু বৃষ্টি হলে তো কথাই নেই। এখানে কখনো এক হাটু, কখনো গোড়ালী সমান জল। আর বেশি বৃষ্টি হলে এখানে এক মানুষ সমান জল দাড়িয়ে যায়। এই গুরুত্বপূর্ণ বেলুড় রেলওয়ে আন্ডার পাশের একদিকে বালী পৌরসভা তথা বালী বিধানসভার এলাকা, অন্যদিক ডোমজুড় বিধানসভার পঞ্চায়েত এলাকা। ফলে এই বেলুড় রেলওয়ে আন্ডার পাশের তলায় জল জমা থাকলে গাড়ি কে অনেকটা পথ ঘুরে বালি লেবেল ক্রসিং হয়ে যেতে হয় ওপারে। আর মানুষ জনকে রেললাইন পেরিয়ে বা উচু রেলওয়ে ওভার ব্রীজ পেরিয়ে ওপারে যেতে হয়। এই দুর্ভোগের শিকার আম জনতা।স্থানীয় বাসিন্দা শিপ্রা ঘোষ জানান, তিনি বেলুড়ে দীর্ঘ ৩৬ বছর ধরে এই সমস্যা দেখে আসছেন।আজ ও এই সমস্যার কোন সমাধান হলো না। যদিও রেল কর্তৃপক্ষের দাবি জায়গাটি নিয়ে অনেক জটিলতা আছে। ফলে রেল ব্রিজের তলার এই জল অতি দ্রুত সরানোর বিষয়টি নিয়ে নানা পরিকল্পনা থাকলেও তা বাস্তবে রূপ নেয় নি। বেলুড় রেল স্টেশনের সংলগ্ন টিকিট ঘর বেলুড় মঠের আদলে সাজানো হলেও আন্ডার পাশের করুন অবস্থা বদলানো সম্ভব হয়নি।

ভোটের আগেই তৃণমূলের বিজয় মিছিল কেশপুরে

সেখ মহম্মদ ইমরান ● কেশপুর

আপনজন: ২০২৪ লোকসভা ভোটের ফল ঘোষণা ৪ জুন। শনিবারে ষষ্ঠ দফার ভোট ঘাটালে। তার আগে শেষ প্রচারের দিন বৃহস্পতিবার আবির মেখে বিজয় মিছিলে মাতলো কেশপুরে তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী সমর্থকরা।
কেশপুরের তৃণমূল কংগ্রেস নেতা তথা পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা পরিষদের তৃণমূলের দলনেতা মোহাম্মদ রফিক জানান, এটাই তো কেশপুর! আমরা ভোটের আগেই বিজয়ী উৎসব পালন করি। কারন আমরা জানি কেশপুর থেকে দেবকে এক লক্ষেরও বেশি ভোটে লিড দেবো।
রফিক বলেন, আমরা ৩৬৫ দিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়ন নিয়ে মানুষের পাশে থাকি, তাই আমাদের ভোটের রেজাল্টের জন্য অপেক্ষা করতে হয় না। গোটা ঘাটাল জুড়ে ৬০০ থেকে ৭০০ লোক জোগাড় করতে পারবে না শুভেন্দু অধিকারী। সাধারণ মানুষ আমাদের সঙ্গে রয়েছে। কেশপুরে তাই আমরা ভোটের আগেই বিজয় উল্লাস পালন করছি।

বিজেপিকে হারানোর ডাক মন্ত্রী অরূপে বিশ্বাসের

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● খণ্ডঘোষ

আপনজন: বিষ্ণুপুর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী সুজাতা মন্ডলের সমর্থনে নির্বাচনী সভা অনুষ্ঠিত হল খণ্ডঘোষ ব্লকের খণ্ডঘোষ হাটতলায়।
খণ্ডঘোষ বিধানসভার বিধায়ক নবীনচন্দ্র বাগের নেতৃত্ব এই বিশাল জনসভা টি অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। তিনি বিজেপিকে এবার হারানোর ডাক দেন। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ,পূর্ব বর্ধমান জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি তথা কাটোয়া বিধানসভার বিধায়ক রবীন্দ্রনাথ চ্যাটার্জী, দক্ষিণবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থার চেয়ারম্যান তথা

প্রাক্তন বিধায়ক সুভাষ মন্ডল।, বর্ধমান দক্ষিণের বিধায়ক খোকন দাস,দেবু টুডু,প্রাক্তন বিধায়ক উজ্জ্বল পরামানিক সহ অন্যান্যরা। হাজার হাজার মানুষের উপস্থিতিতে সুজাতা মন্ডলের নির্বাচনী জনসভা তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী ও নেতৃত্বদের মধ্যে উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য এর আগের লোকসভায় বিজেপি বিষ্ণুপুর কেন্দ্রে জয়লাভ করেছিল।

যুবককে পিটিয়ে খুন করার ঘটনায় ধৃত দুই

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: পরকীয়ায় জড়িয়েছেন, এই সন্দেহে এক যুবককে পিটিয়ে খুন করার ঘটনায় আরো দুইজনকে গ্রেফতার করল পুলিশ। ধৃতদের বৃহস্পতিবার গঙ্গারামপুর মহকুমা আদালতে তোলা হয়েছে।
পাশাপাশি পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে গঙ্গারামপুর থানার পুলিশের তরফে।
জানা গিয়েছে, ধৃতরা হলেন যীশু হাঁসদা(৫১) ও ফোম হাঁসদা(৬৩)। তাঁদের বাড়ি দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুর ব্লকের পাটন এলাকায়। উল্লেখ্য, মৃতের নাম পাঁচু হালদার। গঙ্গারামপুর ব্লকের মহারাজপুর এলাকার বাসিন্দা পাঁচু পেশায় মৎস্যজীবী ছিলেন।
অভিযোগ গত দু'দিন আগে পাটন এলাকায় গিয়েছিলেন তিনি। সেখানে তিনি নিয়মিত যেতেন মদ্যপান করতে।
ওই এলাকার এক গৃহবধূর সঙ্গে বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক ছিল তাঁর। সেই সন্দেহে পাঁচু হালদারকে

এলাকার একটি গাছের মধ্যে বেঁধে রেখে বেধড়ক মারধর করে কয়েকজন। সেখানেই তিনি সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েন। খবর পেয়ে গঙ্গারামপুর থান পুলিশ পাটন এলাকা থেকে ওই যুবককে উদ্ধার করে নিয়ে যায় গঙ্গারামপুর হাসপাতালে। তবে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা পাঁচু হালদারকে মৃত বলে ঘোষণা করে। পরিবারের লোকেদের অভিযোগের ভিত্তিতে পরবর্তীতে পুলিশ তিনজনকে আটক করে। সেই ঘটনায় এদিন আরো দুজনকে আটক করলো গঙ্গারামপুর থানার পুলিশ।
এ বিষয়ে ধৃত যীশু হাঁসদা বলেন, 'আমাদের পাড়ার ঘটনা নয়। অন্য পাড়ার ঘটনা। আমার বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ মিথ্যা।'

বুদ্ধ পূর্ণিমায় শান্তির বার্তা

নুরুল ইসলাম খান ● কলকাতা

আপনজন: বিশ্বজুড়ে অহিংসা মানবতা ও অসাম্প্রদায়িকতার বার্তা দিয়েছিলেন যে মানুষটি কলকাতায় সেই জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর মূর্তির পাদদেশে বিশ্ব শান্তির বার্তা দিলেন দেশ-বিদেশের বৌদ্ধ ভিক্ষুরা।২৫৬৮ তম বুদ্ধ পূর্ণিমা উপলক্ষে কলকাতায় গান্ধী মূর্তির পাদদেশে সিদ্ধার্থ ইউনাইটেড সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার মিশনের উদ্যোগে আজ বুদ্ধ পুর্নিমা উপলক্ষে আয়োজন করা হয় ২৫৬৮ তম আন্তর্জাতিক বিশাক ডে ও বিশ্ব শান্তি সম্মেলন। সেখানে ভারত ছাড়াও তিব্বত, চীন, মায়ানমার, শ্রীলংকা, ভিয়েতনাম ও অন্যান্য দেশ থেকে বুদ্ধ ভিক্ষুরা এসেছিলেন। সকলে মিলে গৌতম বুদ্ধের মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে বিশ্ব শান্তির জন্য প্রার্থনা করেন।
সিদ্ধার্থ ইউনাইটেড সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার মিশনের সাধারণ সম্পাদক বুদ্ধপ্রিয় মহাথেরো বলেন, বিশ্ব শান্তি রক্ষায় বুদ্ধের পথেই এগিয়ে চলতে হবে।

জয়ের ব্যাপারে পূর্ণ আশাবাদী কাকলি

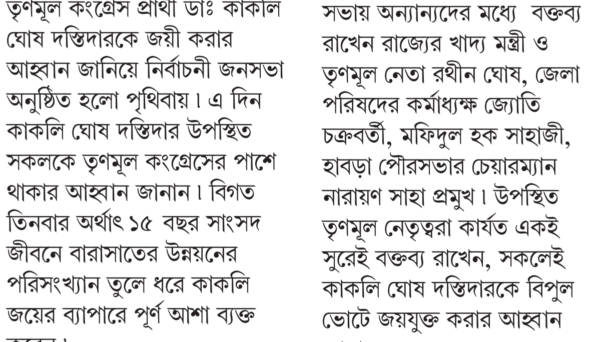

এম মেহেদী সানি ● হাবড়া

আপনজন: উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বারাসাত লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী ডাঃ কাকলি ঘোষ দস্তিদারকে জয়ী করার আহ্বান জানিয়ে নির্বাচনী জনসভা অনুষ্ঠিত হলো পৃথিবায়। এ দিন কাকলি ঘোষ দস্তিদার উপস্থিত সকলকে তৃণমূল কংগ্রেসের পাশে থাকার আহ্বান জানান। বিগত তিনবার অর্থাৎ ১৫ বছর সাংসদ জীবনে বারাসাতের উন্নয়নের পরিসংখ্যান তুলে ধরে কাকলি জয়ের ব্যাপারে পূর্ণ আশা ব্যক্ত করেন। হাবড়া-১ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি তৃণমূল নেতা নেহাল আলীর তত্ত্বাবধানে আয়োজিত ওই সভায় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন রাজ্যের খাদ্য মন্ত্রী ও তৃণমূল নেতা রথীন ঘোষ, জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ জ্যোতি চক্রবর্তী, মফিদুল হক সাহাজী, হাবড়া পৌরসভার চেয়ারম্যান নারায়ণ সাহা প্রমুখ। উপস্থিত তৃণমূল নেতৃত্বরা কার্যত একই সুরেই বক্তব্য রাখেন, সকলেই কাকলি ঘোষ দস্তিদারকে বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করার আহ্বান জানান।

ঘরের তালা ভেঙে চুরি

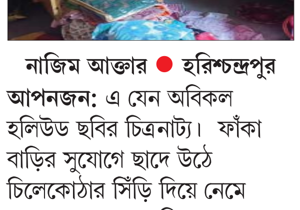

নাজিম আক্তার ● হরিশ্চন্দ্রপুর

আপনজন: এ যেন অবিকল হলিউড ছবির চিত্রনাট্য। ফাঁকা বাড়ির সুযোগে ছাদে উঠে চিলেকোঠার সিঁড়ি দিয়ে নেমে ঘরের তালা ভেঙ্গে ভিতরে ঢুকল চোরেরা।তারপর সোনা ও চাদির অলঙ্কার এবং টাকা হাতিয়ে একই রাস্তা দিয়ে পালিয়েও গেল।কাক-পক্ষী পর্যন্ত টের পেল না।
মঙ্গলবার গভীর রাতে এমনই চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটেছে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার ভক্তিপুর গ্রামে।অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিস। পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে,ভক্তিপুর গ্রামের বাসিন্দা মজিফুল রহমান কর্মসূত্রে জয়পুরে রয়েছে।বাড়িতে স্ত্রী থাকলেও এদিন বাবার বাড়ি গাঙ্গনদীয়া গ্রামে গিয়েছিলেন।সকালে বাড়ি ফিরে দেখেন,বাড়ির মূল দরজার তালা ভাঙ্গা।

এক নাইজেরিয়ানের হ্যাটট্রিকে থামল লেভারকুসেন, ইউরোপা লিগ শিরোপা আতালান্তার

আপনজন ডেস্ক: ম্যাচ শেষ হওয়ার আগেই উদ্‌যাপনে মেতেছিল বেঞ্চে থাকা আতালান্তার খেলোয়াড়েরা। বিপরীতে ম্যাচ শেষ হতেই মৌসুমে প্রথমবারের মতো হতাশার চিত্র দেখা গেল লেভারকুসেন শিবিরে। চলতি মৌসুমে এর আগে কোনো ম্যাচেই এমন অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে যেতে হয়নি জাবি আলোনসোর দলকে। আজও হয়তো এমন কিছুর প্রস্তুতি ছিল না আলোনসোর। শেষ বাঁশি বাজতেই আলোনসোর চোখে অদ্ভুত এক বিস্ময়। হয়তো মনে মনে ভাবছিলেন, একটুর জন্য হলো না! এত কাছে গিয়েও পাওয়া হলো না পুরো মৌসুম অপরাজিত থেকে ট্রেবল জেতার স্বাদ। সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে ৫১ ম্যাচ অপরাজিত থাকার পর মৌসুমের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচটাতেই কি না হেরে বসল লেভারকুসেন। ইউরোপা লিগের ফাইনালে আতালান্তার কাছে ৩-০ গোলে হেরেছে জার্মান চ্যাম্পিয়নরা।
লেভারকুসেনের ‘সিজন ইনভিন্সিবল’ থাকার স্বপ্ন ভেঙে আতালান্তার ইতিহাস গড়ার নায়ক আদেমোলা লোকমান। ম্যাচজুড়ে একক নৈপুণ্যের দুর্দান্ত প্রদর্শনীতে হ্যাটট্রিক করেছেন আতালান্তার এই নাইজেরিয়ান উইঙ্গার।
লেভারকুসেনকে মৌসুমের প্রথম হার উপহার দেওয়া ম্যাচটি ৬১ বছর পর শিরোপা স্বাদ এনে দিয়েছে আতালান্তাকে। যেটি ক্লাবটির প্রথম ইউরোপিয়ান শিরোপাও বটে। পাশাপাশি আতালান্তার দুর্দান্ত এ জয় জানিয়ে দিল যে লেভারকুসেনও হারতে জানে। নয়তো হারের স্বাদ কেমন সেটা তো ভুলেই গিয়েছিল চলতি মৌসুমে একের পর এক রেকর্ড ভাঙা ক্লাবটি। আজ ম্যাচের ২৬ মিনিটের মধ্যেই ২-০ গোলে পিছিয়ে পড়ে লেভারকুসেন। তখনও অবশ্য ঘুরে দাঁড়ানোর স্বপ্ন হারায়নি ক্লাবটি। সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে এর আগে ৪ ম্যাচে দুই গোলে পিছিয়ে থেকে ম্যাচ বাঁচিয়েছিল লেভারকুসেন। যার একটিতে জয় এবং অন্য ৩ ম্যাচে ড্র করেছে তারা। এবারও সমর্থকদের আশা ছিল তেমন কিছুর। কিন্তু দিনটি ছিল কেবলই আতালান্তার, আরও বিশেষভাবে বললে লোকমানের। যা শেষ পর্যন্ত আর ম্যাচে ফিরতে দেয়নি এ মৌসুমে আলোনসোর ইতিহাস গড়া দলটিকে। ডাবলিনের ফাইনালে এদিন ভিক্টর বোনিফেস ও প্যাট্রিক শিকের মতো তারকাদের বেঞ্চে রেখে একাদশ সাজান আলোনসো। দুই সেরা তারকাকে বাইরে রাখলেও কৌশলে কোনো পরিবর্তন আনেননি লেভারকুসেন কোচ। ম্যাচের শুরু থেকে লেভারকুসেন স্বভাবসুলভ পজেশন ধরে রাখার চেষ্টা করলেও, আকস্মিক আক্রমণে গিয়ে চমকে দিচ্ছিল আতালান্তা। ইতালিয়ান ক্লাবটি অবশ্য বেশ আক্রমণাত্মক কৌশলে নিজেদের খেলা শুরু করে। প্রথম ১০ মিনিটে যদিও বলার মতো সুযোগ তৈরি করতে পারেনি কেউই।

বেঙ্গালুরুকে বিদায় করে দিল রাজস্থান, বাড়ল কোহলির অপেক্ষাও

আপনজন ডেস্ক: টানা ছয় ম্যাচ জিতে দুর্দান্তভাবে ঘুরে দাঁড়িয়ে প্লে অফে এসেছিল রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। অন্যদিকে রাজস্থান রয়্যালসের সর্বশেষ জয়টি এসেছিল ৫ ম্যাচ আগে। বেঙ্গালুরু ছুটছিল, আর রাজস্থানের পায়ের নিচ থেকে সরে যাচ্ছিল মাটি। কিন্তু আহমেদাবাদে এলিমিনেটর নামের নকআউট ম্যাচে কাঙ্ক্ষিত সেই জয়টা পেল রাজস্থানই। বিদায় নিতে হলো বেঙ্গালুরুকে। বিরাট কোহলি আর বেঙ্গালুরুর আইপিএল শিরোপার অপেক্ষাও বাড়ল আরেকটু।
বেঙ্গালুরুর দেওয়া ১৭৩ রানের লক্ষ্য রাজস্থান পেরিয়ে গেছে ৪ উইকেট ও ৬ বল বাকি রেখে। ফলে ২৪ মে দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ারে চেন্নাইয়ে সানরাইজার্স হায়দরাবাদের সঙ্গে খেলবে রাজস্থানই। সে ম্যাচে জয়ী দল সঙ্গী হবে আগেই ফাইনালে চলে যাওয়া কলকাতা নাইট রাইডার্সের। টসে হেরে ব্যাটিংয়ে নামা বেঙ্গালুরুর প্রথম চার ব্যাটসম্যানের ইনিংসই ছিল প্রায় একই–সে অর্থে বড় নয়, দ্রুতগতিরও নয়। পাওয়ারপ্লেতে অধিনায়ক ফাফ ডু প্লেসির পর অষ্টম ওভারে টুর্নামেন্টের সর্বোচ্চ রান-সংগ্রাহক বিরাট কোহলিকে হারায় তারা। ক্যামেরন গ্রিন ও রজত পাতিদার মাঝের ওভারে ৩১ বলে ৪১ রানের একটা জুটি গড়েন বটে, দুজনই থামেন অসময়ে। মাঝে গ্লেন ম্যাক্সওয়েলের গোল্ডেন ডাকেও ধাক্কা খায় বেঙ্গালুরু। মহীপাল লমরোর শেষ দিকে খেলেন ১৭ বলে ৩২ রানের ক্যামিও। শেষ পর্যন্ত দলের সর্বোচ্চ ইনিংসটি আসে পাতিদারের ব্যাট থেকে, ৭ রানে যাঁর সহজ ক্যাচ ফেলেছিলেন ধ্রুব জুরেল। অবশ্য ২০ ওভারে ১৭২ রানের সংগ্রহ ম্যাচের পরিপ্রেক্ষিতে একেবারে কমও ছিল না। একে তো নকআউট ম্যাচের চাপ, তার ওপর টানা হারতে থাকা রাজস্থানের আত্মবিশ্বাসও থাকার কথা ছিল তলানিতেই। যশস্বী জয়সোয়াল ও টম কোলার-ক্যাডমোরের ৪৬ রানের উদ্বোধনী জুটিতে শুরুর স্নায়ুর চাপ সামাল দেয় রাজস্থান। জয়সোয়ালের ৩০ বলে ৪৫ রানের ইনিংস শুরুতে এগিয়েও নেয় তাদের। মাঝে পরপর ২ ওভারে জয়সোয়াল ও সঞ্জু স্যামসনের উইকেট অবশ্য রাজস্থানকে চাপে ফেলে দেয় আবার।
জুরেল ও রিয়ান পরাগের ২৬ রানের জুটি তখনকার চাপ সামাল দিয়েছিল। কিন্তু লেগ সাইডের সীমানা থেকে বিরাট কোহলির দুর্দান্ত থ্রোয়ে জুরেল রানআউট হলে আবার উজ্জীবিত হয় বেঙ্গালুরু। ক্রিজে আসেন শিমরন হেটমায়ার, এ ম্যাচে আগে যিনি সব মিলিয়ে খেলেছেন মাত্র ৪৫ বল। সেই হেটমায়ারই খেলেন গুরুত্বপূর্ণ ইনিংস। পরাগের সঙ্গে ২৫ বলে ৪৫ রানের জুটিতে রাজস্থানের সমীকরণও সহজ হয়ে আসে।
১৮তম ওভারে মোহাম্মদ সিরাজ করেন জোড়া আঘাত–পরাগের পর থামেন হেটমায়ারও। অবশ্য তখনো রাজস্থানের বাকি ৪ উইকেট, ১২ বলে দরকার মাত্র ১৩ রান। লকি ফার্গুসনের করা ১৯তম ওভারেই রাজস্থানের জয় নিশ্চিত করেন রোভম্যান পাওয়েল।

সংক্ষিপ্ত স্কোর
রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু: ২০ ওভারে ১৭২/৮ (পাতিদার ৩৪, কোহলি ৩৩, লমরোর ৩২, গ্রিন ২৭; আভেশ ৩/৪৪, অশ্বিন ২/১৯, বোল্ট ১/১৬, চাহাল ১/৪৩)
রাজস্থান রয়্যালস: ২০ ওভারে ১৭৪/৬ (জয়সোয়াল ৪৫, পরাগ ৩৬, হেটমায়ার ২৬, স্যামসন ১৭; সিরাজ ২/৩৩, কর্ন ১/১৯, গ্রিন ১/২৮)
ফল: রাজস্থান ৪ উইকেটে জয়ী

‘ক্ষুধার্ত’ কোহলিকে বিশ্বকাপে দেখার অপেক্ষায় ফ্লাওয়ার

আপনজন ডেস্ক: আরেকটি আইপিএল, বিরাট কোহলির আরও একটি শিরোপাহীন বছর। আইপিএল শিরোপা কোহলিকে ফাঁকি দেওয়ার ১৭ বছর পূর্ণ হলো এবার। বছরের পর বছর এভাবে শিরোপাহীন থাকার পরও কোহলি যেভাবে খেলাটির জন্য ‘ক্ষুধার্ত’, সেটা দেখে মুগ্ধ রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর কোচ অ্যান্ডি ফ্লাওয়ার। এবারের আইপিএলে মৌসুমের মাঝপথে দারুণভাবে ঘুরে দাঁড়ালেও এলিমিনেটরে গতকাল আহমেদাবাদে রাজস্থান রয়্যালসের কাছে হেরে ছিটকে গেছে বেঙ্গালুরু। দল এলিমিনেটর থেকে ছিটকে গেলেও একটি সেঞ্চুরি ও পাঁচটি ফিফটিতে ৭৪১ রান নিয়ে এখন পর্যন্ত এবারের আইপিএলের সর্বোচ্চ রানসংগ্রাহক ৩৫ বছর বয়সী কোহলি।

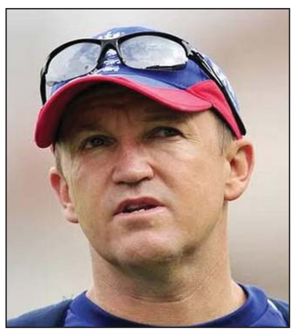

এবারের আইপিএলে ভারতের তারকা ব্যাটসম্যানের ব্যাটিংয়ে মুগ্ধ ফ্লাওয়ার। এখন তিনি অপেক্ষায় আছেন যুক্তরাষ্ট্র ও ওয়েস্ট ইন্ডিজে ২ জুন শুরু হতে যাওয়া এবারের টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপে কোহলিকে দেখার। জিম্বাবুয়ের সাবেক উইকেটকিপার–ব্যাটসম্যান বলেছেন, ‘তার সঙ্গে একই ড্রেসিংরুমে কাজ করা সত্যিকার অর্থেই আনন্দের। একজন সাবেক ব্যাটসম্যান হিসেবে তাকে ব্যাট করতে দেখাটাও দারুণ আনন্দের।’
এবারের আইপিএলে নিজের দল বেঙ্গালুরুর সবচেয়ে বড় প্রয়োজনের দিনে অবশ্য বেশি কিছু করতে পারেননি কোহলি। দলের ৪ উইকেটের হারে ৩ চার ও ১ ছক্কায় ২৪ বলে ৩৩ রান করেছেন তিনি। কিন্তু ফিল্ডিংয়ে দুর্দান্ত এক থ্রোয়ে আউট করতে সহায়তা করেছেন রাজস্থানের ধ্রুব জুরেলকে।
সব মিলিয়ে ফ্লাওয়ার বলেছেন, ‘খেলাটি নিয়ে সে যেভাবে ভাবে, আর এটাকে সে যে অসাধারণ স্কিল, আক্রমণাত্মক মনোভাব আর ক্ষুধা নিয়ে সেই ভাবনার প্রতিফলন ঘটায়...আমি বিশ্বকাপে তাকে দেখার জন্য উন্মুখ হয়ে আছি। অসাধারণ সব রেকর্ডের অধিকারী হওয়ার পরও সে যেভাবে এখনো তার খেলার বিবর্তন ঘটায়, সেটা অসাধারণ।’

সংবাদমাধ্যমের দাবি: বায়ার্নের কোচ হচ্ছেন কোম্পানি

আপনজন ডেস্ক: টমাস টুখেলের শূন্যস্থান পূরণে বেশ বেগ পেতে হচ্ছিল বায়ার্ন মিউনিখকে। শেষ পর্যন্ত একটা সমাধান পেয়ে গেছে বায়ার্ন। জার্মান ও ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যমের দাবি, বায়ার্নের কোচ হতে যাচ্ছেন ভিনসেন্ট কোম্পানি। তাঁর কোচিংয়ে সদ্য সমাপ্ত ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ মৌসুমে ১৯তম হয়ে দ্বিতীয় স্তরের প্রতিযোগিতা ইংলিশ চ্যাম্পিয়নশিপে অবনমিত হয়েছে বার্নলি।
জার্মানির শীর্ষ সংবাদপত্র বিল্ড, প্রভাবশালী ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম দ্য গার্ডিয়ানসহ বেশ কয়েকটি সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, বায়ার্নের সঙ্গে চুক্তি করতে রাজি হয়েছেন কোম্পানি। বার্নলিও কোম্পানিকে ছাড়তে রাজি হয়েছে। ৩৮ বছর বয়সী এই বেলজিয়ানের সঙ্গে ২০২৮ সালের জুন পর্যন্ত চুক্তি আছে বার্নলির। চুক্তির মেয়াদ শেষ

হওয়ার ৪ বছর আগেই বার্নলি ছাড়তে চলায় বায়ার্নকে মোটা অঙ্কের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। দ্য গার্ডিয়ান তাদের প্রতিবেদনে জানিয়েছে, ক্ষতিপূরণের ব্যাপারে দুই ক্লাব আলোচনাও শুরু করেছে।
ম্যানচেস্টার সিটি খেলোয়াড় হিসেবে ১১ মৌসুমে ১২টি ট্রফি জিতেছেন কোম্পানি। দলটিকে দীর্ঘ সময় নেতৃত্বও দিয়েছেন। ২০১৯ সালে সিটি ছেড়ে ফিরে যান কৈশোরের ক্লাব আন্ডারলেখটে। শুরুর দিকে ক্লাবটির হয়ে খেলোয়াড়-কোচ উভয় ভূমিকায় দেখা যায় তাঁকে। পরের বছর খেলোয়াড়ি জীবনকে আনুষ্ঠানিকভাবে বিদায় বলে দিয়ে আন্ডারলেখটেরই প্রধান কোচের দায়িত্ব নেন।
২০২২ সালে ইংলিশ ফুটবলে ফেরেন কোম্পানি। দায়িত্ব নেন ম্যানচেস্টার সিটির প্রতিবেশী ক্লাব বার্নলির। মাঝারি মানের দলটির কোচ হয়ে অল্পমধুর অভিজ্ঞতাই হয়েছে কোম্পানির। ২০২২-২৩ মৌসুমে তাঁর অধীন চ্যাম্পিয়নশিপের শিরোপা জিতে প্রিমিয়ার লিগে উঠে আসে বার্নলি। এবার ঠিক তার উল্টো। প্রিমিয়ার লিগ থেকে অবনমিত হয়ে আবারও চ্যাম্পিয়নশিপে!

ভারতের কোচ হওয়ার প্রস্তাব পেয়েও ফিরিয়ে দিয়েছেন পন্টিং?

আপনজন ডেস্ক: টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপ শেষে ভারতের প্রধান কোচ রাহুল দ্রাবিড়ের চুক্তির মেয়াদ ফুরোবে। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) সঙ্গে দ্রাবিড় আর চুক্তি নবায়ন করবেন না। এ কারণে বিসিসিআই জানিয়েছিল, টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলতে দল দেশত্যাগের আগেই নতুন প্রধান কোচ চেয়ে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হবে। সে অনুযায়ী ১৩ মে এই পদে আবেদন চেয়ে বিজ্ঞপ্তি দেয় বিসিসিআই। রোহিত–কোহলি–বুমরাদের নতুন কোচ হতে কারা আবেদন করেছেন, তা এখনই জানার সুযোগ নেই। তবে বিসিসিআইয়ের পছন্দের তালিকায় কারা আছেন–এমন কয়েকজনের নাম এরই মধ্যে সামনে এসেছে। বোর্ডের পক্ষ থেকে কারও কারও সঙ্গে যোগাযোগও করা হয়েছে। তাঁদেরই একজন রিকি পন্টিং। অস্ট্রেলিয়ান কিংবদন্তি পন্টিংকে কোচ করে আনতে বিসিসিআই তাঁর সঙ্গে সম্প্রতি সরাসরি যোগাযোগ করেছে বলে তিনি নিজেই আইসিসির সঙ্গে আলোচনায় দাবি করেছেন।
ভারতের সঙ্গে পন্টিংয়ের সংযোগ বেশ পুরোনো। খেলোয়াড়–কোচ উভয় ভূমিকায় মুম্বাই ইন্ডিয়ানসের হয়ে আইপিএল শিরোপা জিতেছেন। ২০১৮ সাল থেকে আরেক আইপিএল ফ্র্যাঞ্চাইজি দিল্লি ক্যাপিটালসকে কোচিং করাচ্ছেন। এবারের আসরে তাঁর অল্পমধুর অভিজ্ঞতা হয়েছে। দিল্লি জিতেছে ৭টি ম্যাচ, হেরেছেও ৭টিতে। ১৪ পয়েন্ট পেলেও নেট রানরেটে পিছিয়ে থাকায় লিগ পর্ব থেকে ছিটকে পড়তে হয়েছে দিল্লিকে।
আইপিএল চলাকালীনই পন্টিংকে ভারতের কোচ হওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। তবে ভারতের মতো হাইপ্রোফাইল দলের পূর্ণ মেয়াদে কোচ হতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার মহাপরাক্রমশালী দলটির সাবেক অধিনায়ক। আইসিসিকে পন্টিং বলেছেন, ‘এ নিয়ে (ভারতের কোচ হওয়া নিয়ে) আমি অনেক প্রতিবেদন দেখেছি। সাধারণত এ ধরনের বিষয় আপনি নিজে জানার আগেই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে চলে আসে। তবে এটা ঠিক যে আইপিএলের সময় সরাসরি কিছু আলাপ–আলোচনা হয়েছিল। তারা (বিসিসিআই) শুধু এটা জানতে চেয়েছিল, আমি (ভারতের কোচ হতে) কতটা আগ্রহী।’
তবে পরিবারকে সময় দিতেই পন্টিং আগ্রহ দেখাননি বলে জানিয়েছেন, ‘একটি জাতীয় দলের সিনিয়র কোচ হতে পারলে ভালোই হতো। কিন্তু আমার জীবনে আরও অনেক জিনিস আছে। আমি বাড়িতে সময় কাটাতে চাই। সবাই জানে, ভারতীয় দলের কোচ হলে আইপিএলের দলের সঙ্গে থাকা যায় না। তাই আমাকে একটা ছেড়ে আরেকটি বেছে নিতে হবে, তা ছাড়া জাতীয় দলের কোচকে বছরে ১০ থেকে ১১ মাস কাজ করতে হয়। তাই আমি যতই (ভারতের কোচ হতে) চাই না কেন, এটা ঠিক এই মুহূর্তে আমার জীবনধারার সঙ্গে খাপ খাবে না এবং যে কাজগুলো আমি করতে পছন্দ করি, তা উপভোগ করতে পারব না।’
ভারতের নতুন কোচ হিসেবে পন্টিংয়ের আগে জাস্টিন ল্যাঙ্গার, স্টিফেন ফ্লেমিং ও গৌতম গম্ভীরের নাম ঘুরেফিরে এসেছে। এই তিনজনও আইপিএল ফ্র্যাঞ্চাইজির সঙ্গে যুক্ত আছেন। বিভিন্ন মাধ্যমে সেসব গুঞ্জন সম্পর্কে পন্টিংও জেনেছেন, ‘আমি আরও কয়েকজনের নাম দেখেছি। গতকাল (পরশু) জাস্টিন ল্যাঙ্গারের নাম এসেছিল, এর আগে স্টিফেন ফ্লেমিংয়ের কথাও শুনেছি। কয়েক দিন ধরে গৌতম গম্ভীরও আলোচনায় আছে। কিন্তু আমি মনে করি, এটা আমার জন্য অনুপযোগী। কারণগুলো আমি এরই মধ্যে বলেছি।’
এবারের আইপিএলে পরিবারকেও ভারতে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন পন্টিং। ভারতের কোচ হওয়ার প্রস্তাব পাওয়ার বিষয়টি তিনি তাঁর ছেলে ফ্লেচারকেও জানিয়েছিলেন, ‘আমার পরিবার ও সন্তানেরা আইপিএলের সময় পাঁচ সপ্তাহ আমার সঙ্গেই কাটিয়েছে। ওরা প্রতিবছরই ভারতে আসে। আমি আমার ছেলের কানে চুপিচুপি কথাটা বলেছি, তোমার বাবাকে ভারতের কোচ হওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। আমার ছেলে বলল, ‘বাবা, তুমি চাকরিটা নিয়ে নাও। তাহলে আগামী কয়েক বছর আমরা ভারতেই থাকব।’
পন্টিং আরও বলেছেন, ‘আমার সন্তানেরা ভারতে থাকতে ও ভারতের ক্রিকেট সংস্কৃতিকে এতটাই পছন্দ করে। কিন্তু ওই যে বললাম, আমার জীবনধারার সঙ্গে এই মুহূর্তে চাকরিটা ঠিক যায় না।’

ক্রুসকে মদরিচের খোলা চিঠি: বন্ধু, আমি তোমাকে মিস করব

আপনজন ডেস্ক: ফুটবলে গোলই শেষ কথা হলেও খেলাটির প্রাণ মাঝমাঠ। খেলাটিকে নিয়ন্ত্রণ করা হয় মাঝমাঠ থেকেই। রিয়াল মাদ্রিদের হয়ে এ কাজটা এক দশক ধরে নিষ্ঠার সঙ্গে করে যাচ্ছেন টনি ক্রুস ও লুকা মদরিচ। তবে ২০২৩-২৪ মৌসুম শেষে ক্রুস–মদরিচকে আর একসঙ্গে দেখা যাবে না। জার্মান মিডফিল্ডার ক্রুস যে কাল সব ধরনের ফুটবল থেকে অবসরের ঘোষণা দিয়েছেন। দেশের মাঠে ২০২৪ ইউরো খেলেই বুটজোড়া চিরতরে তুলে রাখবেন ৩৪ বছর বয়সী তারকা।
ক্রুসের এমন আকস্মিক খেলা ছাড়ার সিদ্ধান্তে আরও অনেকের মতো মদরিচও ব্যথিত। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রিয় সতীর্থের উদ্দেশে লেখা খোলাচিঠির প্রায় পুরোটাকেই আবেগঘন ভাষা ব্যবহার করেছেন ৩৮ বছর বয়সী ক্রোয়েশিয়ান তারকা। ইনস্টাগ্রামে স্প্যানিশ ভাষায় লেখা চিঠির শুরুতেই মদরিচ লিখেছেন, ‘প্রিয় টনি, এই কথাগুলো লিখতে খুব কষ্ট হচ্ছে। একজন ঐতিহাসিক ফুটবলার চলে যাওয়ায় (অবসর নিতে চলায়) ফুটবল-বিশ্ব আজ শোকাহত এবং আমি তোমার কাছে স্বীকার করছি, আমিও খুব দুঃখিত। ভাই, তুমি এই খেলার কিংবদন্তি এবং রিয়াল মাদ্রিদের কিংবদন্তি।’ রিয়ালের হয়ে একসঙ্গে ১০ বছরে ২১টি ট্রফি জিতেছেন মদরিচ–ক্রুস। মাঠে ক্রুসের সঙ্গে কাটানো মুহূর্তগুলো সম্পর্কে মদরিচ লিখেছেন, ‘তোমার পাশে খেলা আমি সত্যিই উপভোগ করেছি। তোমার সঙ্গে রিয়াল মাদ্রিদের মাঝমাঠ ভাগাভাগি করতে পারা সত্যিই সম্মানের। অবিস্মরণীয় ইউরোপীয় রাত, শিরোপা, বার্নাব্যুর জাদু...আমাদের প্রাণের ক্লাবের এই সোনালি সময় কখনোই ভুলব না।’ ক্রুসকে বিশেষ ফুটবলার উল্লেখ করে মদরিচ আরও লিখেছেন, ‘তোমার মধ্যে এমন গুণাবলি আছে, যেগুলো তোমাকে অনন্য ও বিশেষ ফুটবলার করে তুলেছে এবং আরেকজন টনি ক্রুস কখনো আসবে না।’ আগামী ১ জুন রাতে লন্ডনের ওয়েম্বলি স্টেডিয়ামে বরুসিয়া ডর্টমুন্ডের বিপক্ষে চ্যাম্পিয়নস লিগ ফাইনাল খেলতে নামবে রিয়াল মাদ্রিদ। লস ব্লাঙ্কোদের জার্সিতে সেটাই হবে ক্রুসের শেষ ম্যাচ। ম্যাচটা জিতলেই ১৫তম বারের মতো ইউরোপীয় ক্লাব ফুটবলের শ্রেষ্ঠত্বের মুকুট পেয়ে যাবে স্প্যানিশ ক্লাবটি। ক্রুসের সঙ্গে আরেকটি চ্যাম্পিয়নস লিগ জিততে চান মদরিচ ক্রুসের সঙ্গে আরেকটি চ্যাম্পিয়নস লিগ জিততে চান মদরিচপিন্টারেস্ট চিঠির শেষে মদরিচ সেই লক্ষ্যের কথাই জানিয়েছেন, ‘তুমি সবকিছুই অর্জন করেছ, তবু একটি জিনিস বাকি আছে। ১৫–এর জন্য আমরা একসঙ্গে লড়ব। বন্ধু, আমি তোমাকে মিস করব।’ মদরিচের এই আবেগঘন বার্তা দেখার পর প্রতিক্রিয়া জানাতে দেরি করেননি ক্রুস। তিনি লিখেছেন, ‘তোমার সঙ্গে অনেক অনেক স্মৃতি আছে... কী দারুণ। এই ভালোবাসা চিরকাল থাকবে আমার বন্ধু!’

স্পেন ও রিয়ালের সাবেক কোচ লোপেতেগি এবার ওয়েস্ট হামের

আপনজন ডেস্ক: ২০২২-২৩ মৌসুমে তিনি ছিলেন উলভারহ্যাম্পটনের কোচ। উলভসের আর্থিক সমস্যার কারণে সদ্য শেষ হওয়া মৌসুম শুরুর আগেই মিডল্যান্ড ছাড়েন তিনি। এর পর থেকে চাকরিহীনই ছিলেন হুলেন লোপেতেগি। স্পেন ও রিয়াল মাদ্রিদের সাবেক কোচ আবার কোচিংয়ে ফিরছেন আগামী মৌসুম থেকে। দায়িত্ব নিচ্ছেন ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের ক্লাব ওয়েস্ট হামের। ডেভিড ময়েস মৌসুমের শেষ ম্যাচের পর ওয়েস্ট হাম থেকে বিদায় নেন। তাঁর জায়গায় লোপেতেগিকে কোচ করার ঘোষণা আজ দিয়েছে লন্ডনের ক্লাবটি। ৫৭ বছর বয়সী স্প্যানিশ কোচ ওয়েস্ট হামের দায়িত্ব নেবেন ১ জুলাই থেকে।
ওয়েস্ট হামের সঙ্গে চুক্তি চূড়ান্ত হওয়ার পর লোপেতেগি বলেছেন, ‘আমরা এখানে এসেছি জোরেশোরে নিজেদের উপস্থিতি জানান দিতে। এ কারণেই আমরা এখানে এসেছি এবং এই চ্যালেঞ্জ নিয়ে রোমাঞ্চিত।’ লোপেতেগি এরপর যোগ করেন, ‘অবশ্যই আমরা ক্লাবটিকে সেরার পর্যায়ে নিয়ে যেতে এবং নিজেদের লক্ষ্য অর্জনে সাহায্য করে যাব। আমি সমর্থকদের নিশ্চিত করতে চাই যে আমাদের সব অর্জনের মূলে তাঁরা আছেন।’ ওয়েস্ট হামের যুগ্ম চেয়ারম্যান ডেভিড সুলিভান লোপেতেগির নিয়োগ নিয়ে বলেছেন, ‘সাম্প্রতিক মৌসুমগুলোয় আমাদের ইতিবাচক উন্নতি নিশ্চিত করার একটা ভালো সুযোগ এটা।’ সদ্য শেষ হওয়া মৌসুমে নবম স্থানে ছিল ওয়েস্ট হাম।

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক।**
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**